উত্তম চরিত্রের ফযীলত সম্বলিত
২০০টি বিশুদ্ধ হাদীসের সমষ্টি

مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ

এর
অনুবাদকৃত কিতাবের নাম

উত্তম চরিত্র

লিখক:
হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু কাসিম
সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ
(ওফাত ৩৬০ হিজরি)

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

উত্তম চরিত্রের ফযীলত সম্বলিত ২০০টি বিশুদ্ধ হাদীসের সমষ্টি

مکارم الاخلاق

এর অনুবাদকৃত কিতাবের নাম

উত্তম চরিত্র

লিখক:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **(ওফাত ৩৬০ হিজরি)**

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়

মাকাতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

কিতাবের নাম : উত্তম চরিত্র

লিখক : হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

প্রকাশকাল : রজব ১৪৪০ হিজরি
মার্চ ২০১৯ ইংরেজি

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ২ যিলহজ্ব ১৪৩০ হিজরি সূত্র: ১৬৫

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحٰبِہٖ اَجۡمَعِیۡن

এই মর্মে সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, “মাকারিমুল আখলাখ” এর অনুবাদ

“উত্তম চরিত্র”

(প্রকাশনায় মাকতাবাতুল মদীনা) কিতাবটির উপর কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভাগটি এতে উদ্দেশ্য এবং অর্ন্তনিহিত ব্যাখ্যার দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা’ওয়াতে ইসলামী)
২৪-১১-২০০৯

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কিতাবটি পাঠ করার ১৪টি নিয়্যত	৫	মুসলমানদের সাহায্য এবং তাদের চাহিদা পূরণ করার ফযীলত	৩৯
দু'ইটি মাদানী ফুল	৫		
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	৬	অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার ফযীলত	৪৩
প্রথমে এটি পড়ে নিন!	৮	দুর্বলদের ভরণ পোষণ করার ফযীলত	৪৪
লেখক পরিচিতি	১১	এতিমের ভরণ-পোষণ করার ফযীলত	৪৬
কোরআন মজীদের তিলাওয়াত, অধিকহারে আল্লাহর যিকির, মুখের কুফ্‌ল মদীনা, মিসকিনদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের সাথে মেলামেশা করার ফযীলত	১৪	বে-ওয়ারিশ শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং বড় হয়ো পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করার ফযীলত	৪৯
		উত্তম আচরণের ফযীলত	৪৯
		নেক আমল করার ফযীলত	৫২
উত্তম চরিত্রের ফযীলত	১৫	মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার নিন্দা	৫৩
নম্র স্বভাব, সচ্চরিত্র ও বিনয়ের ফযীলত	১৮	মুসলমান ভাইয়ের পক্ষে জায়িয সুপারিশ করার ফযীলত	৫৫
মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার ফযীলত	১৯		
মুসলমান ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসির ফযীলত	২০	মুসলমানদের সম্মান রক্ষা এবং তাদের সাহায্য করার ফযীলত	৫৬
নম্রতা ও সহনশীলতার ফযীলত	২১		
ধৈর্য ও দানশীলতার ফযীলত	২২	মানুষকে ভালবাসার ফযীলত	৫৮
রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফযীলত	২৪	আল্লাহর রাস্তার সৈন্যদের সাহায্য করার ফযীলত	৫৯
		হাজীকে সাহায্য করা এবং রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত	৫৯
দয়া ও কোমল হৃদয়ের ফযীলত	২৫		
রাগ দমন করার ফযীলত	২৮	ছোটদের উপর স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ওলামাদের সম্মান করার ফযীলত	৬০
লোকদেরকে মার্জনা করার ফযীলত	২৯		
মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করার ফযীলত	৩২	ওলামাদের জন্য মজলিসে জায়গা করে দেওয়ার ফযীলত	৬১
অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং মুসলমানের প্রতি ঘৃণা থেকে বাঁচার ফযীলত	৩৪		
		মুসলমান ভাইকে বালিশ উপস্থাপন করার ফযীলত	৬১
মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর ফযীলত	৩৭		
হক আদায় করার ফযীলত	৩৭	আহার করানোর ফযীলত	৬২
মজলুমকে সাহায্য করার ফযীলত	৩৭	মুসলমান ভাইকে পোশাক পরিধান করানোর ফযীলত	৭৬
অত্যাচারীকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখার বর্ণনা	৩৮		
		প্রতিবেশীর হকের বর্ণনা	৭৭
মুর্খদের বাধা প্রদানের বর্ণনা	৩৯	তথ্যসূত্র	৮০

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নেকীর ভান্ডার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সচ্চরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে **'মাদানী ইনআমাত'** নামের রিসালা সংগ্রহ করতঃ সেই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। তাছাড়া আপনার শহরে অনুষ্ঠিতব্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ করে অধিকহারে সুন্নাতের বাহার কুঁড়িয়ে নিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের অসংখ্য মাদানী কাফেলা শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সফর করতে থাকে, আপনিও সুন্নাতে ভরা সফরে অংশগ্রহণ করে নিজের আখিরাতের জন্য **"নেকীর ভান্ডার"** গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার জীবনে আশ্চর্যজনক ভাবে **"মাদানী পরিবর্তন"** সাধন হতে দেখবেন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১৪টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।"

(আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি, ৬/১৮৫, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তা'উয ও (৪) তাসমিয়া সহকারে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) কোরআনি আয়াত এবং (৬) হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করব। (৭) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বো। (৮) যথাসম্ভব ওযু সহকারে এবং কিবলামুখী হয়ে পাঠ করবো। (৯) যেখানে যেখানে **আল্লাহ তায়ালার** নাম আসবে সেখানে "عَزَّوَجَلَّ" এবং (১০) যেখানে যেখানে "**নবী**"র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করবো। (১১) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্ডার লাইন করবো। (১২) অপরকে এই কিতাবটি পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করবো। (১৩) এই হাদীসে পাক "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ একে অপরকে উপহার দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।" **(মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৩১)** এর উপর আমলের নিয়্যতে (একটি বা সামর্থ অনুযায়ী) এই কিতাব ক্রয় করে অন্যান্যদেরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করবো। (১৪) কিতাবের লিখনী ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে অবহিত করব।

(প্রকাশক ও লিখককে কিতাবের ভূলত্রুটি শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন কোন উপকার হয় না।)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. তথ্যসূত্র নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

www.dawateislami.net

‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা’ওয়াতে ইসলামীর **‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’** মজলিশ সহ সকল মজলিশকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন!

এক ব্যক্তি **হুযুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মোবারাকাটি তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমা করে দেওয়ার পথ অবলম্বন করুন। সৎ কাজের আদেশ দিন। মুর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখুন।

অতঃপর ইরশাদ করলেন: "উত্তম চরিত্র হলো যে, তুমি সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো, যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তাকে দান করো এবং যে তোমার উপর অত্যাচার করবে, তাকে ক্ষমা করে দাও।"(১)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, অত্যধিক উপকার সাধন করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়ার নামই হলো উত্তম চরিত্র।"(২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের আরেকটি উদ্দেশ্য এটাও যে, মানুষের চরিত্র ও আচর-আচরণকে পরিশুদ্ধ করা। তাদের মধ্য থেকে মন্দ চরিত্রের মূল উৎপাটন করা এবং তাদের মাঝে উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করা। যেমনিভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা সমস্ত উত্তম চরিত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করে দিয়েছেন এবং সারা জীবন ও জীবনের প্রতিটি স্তরে তা বাস্তবায়ন করেছেন আর যে কোন অবস্থায় এর উপর অটল থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

উত্তম চরিত্রের নেয়ামত শুধুমাত্র সৌভাগ্যবানদেরই অর্জিত হয়ে থাকে এবং **আল্লাহ তায়ালার** একটি বিশেষ নেয়ামত, উত্তম চরিত্রে কল্যাণই কল্যাণ, পক্ষান্তরে অসৎ চরিত্রে ক্ষতি আর ক্ষতি। কেউ খুব সুন্দর বলেছেন:

---

(১). ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, কিতাবু রিয়াযাতিন নাফস.., বয়ান ফযীলাতু হুসনিল খুলুক.., ৩য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।
(২). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাবু মা'জা ফি হুসনিল খুলুক, ৩/৪০৪, হাদীস নং- ২০১২।

www.dawateislami.net

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মেঁ
হার বনা কাম বিগড় জাতে হেঁ নাদানী মেঁ

এই **'উত্তম চরিত্র'** কিতাবটি ইসলামী দুনিয়ার মহান মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত গ্রন্থ **'মাকারিমুল আখলাক'** এর অনুবাদ। যাতে সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চরিত্রের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকা একত্রিত করেছেন। নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় যে, এই কিতাবটি দিন-রাত ইনফিরাদী কৌশিশে লিপ্ত ইসলামী ভাইদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। সুতরাং উত্তম চরিত্র গঠনে এবং **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে দৃঢ়তা পেতে এবং **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"**র প্রবিত্র প্রেরণাকে উজ্জীবিত করতে নিজেও কিতাবটি অধ্যয়ন করুন আর সামর্থ্য অনুযায়ী মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে অন্যদেরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করুন। এই অনুবাদে যা যা সৌন্দর্য বিদ্যমান রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কেরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দয়া এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আন্তরিক দোয়ারই ফসল আর যা যা অপূর্ণতা ও ভুলত্রুটি রয়েছে তা আমাদেরই অলসতা ও স্বল্পজ্ঞানের কারণে।

অনুবাদ করতে গিয়ে নিচের বিষয়াদির প্রতি বিশেষ ভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছেঃ

❋... সহজ ও প্রচলিত প্রবাদ অনুবাদ করা হয়েছে। যাতে অল্প-শিক্ষিত ইসলামী ভাইয়েরাও বুঝতে পারে।

❋... আয়াতে মোবারাকার অনুবাদ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনুবাদ গ্রন্থ **'কানযুল ঈমান'** থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

❁... আয়াতে মোবারাকার বরাত তাছাড়া হাদীস ও বাণীসমূহের উৎস সম্পর্কেও যথাসাধ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

❁... বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও উপকারী টীকা লিখে দেওয়া হয়েছে।

❁... আরবী ইবারতে এরাবও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

❁... কঠিন শব্দগুলোর অর্থ ব্রাকেটের (....) মধ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে।

❁... বিভিন্ন যতিচিহ্নগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া হলো, আমাদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"** করার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার তৌফিক দান করুক আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশসহ সকল মজলিশকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিতাব অনুবাদ বিভাগ

(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠

কোরআনে করীমের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই কোরআনে করীম **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে আতিথেয়তা স্বরূপ, অতএব তোমরা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে কোরআনে মজীদ **আল্লাহ তায়ালা**র মজবুত রশি, স্পষ্ট নূর, উপকারী আরোগ্য, যে তা গ্রহণ করলো তার জন্য ঢাল স্বরূপ এবং যে এর উপর আমল করে তার জন্য মুক্তি স্বরূপ। এটি সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না যেন, এর পরিনতির জন্য ক্লান্ত হতে হবে আর এটি বক্র পথ নয় যে, তা সোজা করতে হয়। এর উপকারীতা শেষ হবার নয় এবং অধিকহারে তিলাওয়াতের কারণে পুরাতন হয় না (অর্থাৎ নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে)। অতএব তোমরা এর তিলাওয়াত করো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের জন্য দশটি করে নেকী দান করবেন। আমি বলছিনা যে, 'الم' একটি হরফ। বরং 'الف' একটি হরফ, 'لام' একটি হরফ এবং 'ميم' একটি হরফ।"

(আল মুস্তাদরাক, ২য় খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৮৪)

www.dawateislami.net

লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশঃ

তাঁর নাম মোবারক হলো সুলায়মান বিন আহমদ বিন আয়ুব মুতীর লাখামী তাবারানী। উপনাম আবু কাসিম আর তিনি ইমাম তাবারানী নামেই প্রসিদ্ধ।

সৌভাগ্য মন্ডিত জন্মঃ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ২৬০ হিজরির সফরুল মুযাফ্ফরে তাবারিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা অর্জন করা শুরু করেছিলেন। অতএব তাবারিয়ায় হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মাসউদ মিকদাসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সময় তাঁর বয়স শরীফ ছিলো ১৩ বৎসর। অতঃপর সিরিয়া চলে যান, সেখানে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে হাদীসের অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর ২৮০ হিজরিতে মিসরে সফর করেন এবং ২৮২ হিজরিতে ইয়ামেন গমন করেন। ২৮৩ হিজরিতে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا চলে আসেন। অতঃপর মক্কা মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হয়ে পুনরায় ইয়ামেনে চলে আসেন। ২৮৫ হিজরিতে মিসরে ফিরে আসেন এবং ২৮৭ হিজরিতে ইরাক সফর করেন। এসব সফরের সময় কিছুদিন হাদীস শরীফের ইমামদের কাছ থেকে হাদীস শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অতঃপর পারস্যে স্থানান্তরিত হয়ে যান এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

শিক্ষকবৃন্দঃ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'তাযকিরাতুল হুফফাজে'** লিখেন: "হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওস্তাদগণের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি।" হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শাগরেদ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু নাঈম ইসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'হিলিয়াতুল আউলিয়া'** কিতাবে বলেন: "তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসংখ্য বড় বড় পূর্ববর্তী ওলামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কতিপয় প্রসিদ্ধ মাশায়িখের নাম হলো:

www.dawateislami.net

১... হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে আবদুল আযীয বাগাবী ২... হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম কাশী ৩... হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাযরামী ৪... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল ৫... হযরত সায়্যিদুনা ইসহাক বিন ইব্রাহীম দাবরী ৬... হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন এয়াকুব কাযী এবং ৭... হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওসমান বিন আবি শায়বা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ।

ছাত্রবৃন্দঃ

অসংখ্য জ্ঞান-পিপাসু তাঁর জ্ঞানের সমুদ্র থেকে নিজের পিপাসা নিবারণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হলো: ১... হযরত সায়্যিদুনা হাফিয আহমদ বিন মুসা বিন মুর্দবিয়া ২... হযরত সায়্যিদুনা হাফিয মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আহমদ জারূদী ৩... হযরত সায়্যিদুনা হাফিয মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া ইসবাহানী এবং ৪... হযরত সায়্যিদুনা হাফিয মুহাম্মদ বিন আবু আলী আহমদ বিন আব্দুর রহমান হামদানী যাকওয়ানী رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن। তাছাড়া তাঁর কতিপয় শায়খও তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

রচনা ও সংকলনঃ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম হলো: ১... আল মু'জামুল কবীর ২... আল মু'জামুল আওসাত ৩... আল মু'জামুস সগীর ৪. (এই কিতাব) মাকারিমুল আখলাক ৫... কিতাবুল আওয়ায়িল ৬... কিতাবুল আহাদীসিত তিওয়াল ৭... কিতাবুদ দোয়া।

প্রশংসা মূলক বাণীঃ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সামআনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'আল আন্‌সাব' কিতাবে লিখেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন যুগের হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন এবং অসংখ্য শায়খের সাথে সাক্ষাত করেছেন আর হাফিযে হাদীসগণের কাছ থেকে পরামর্শও নিয়েছেন। অতঃপর জীবনের শেষ প্রান্তে ইসবাহানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং অসংখ্য কিতাব রচনা করেন।"

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'তারীখে দামেশক' কিতাবে লিখেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছিলেন অসংখ্য হাদীস হিফযকারী এবং হাদীস সংগ্রহের জন্য সফরকারীদের মধ্যে অন্যতম।"

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে ইমাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'শাযরাতুয যাহাব' কিতাবে লিখেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নির্ভরযোগ্য এবং সত্যিকার মুহাদ্দিস ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী এবং আলাল ও রিজাল হাদীস এবং অধ্যায় সম্বন্ধে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।"

ওফাত:

ইলম ও আমলের এই অনুপম আদর্শরূপী ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের মুক্তো ছড়াতে এবং জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করাতে করাতে ৩৬০ হিজরি সনের জিলকদ মাসে এই নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে গমন করেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

(আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক, আমিন)

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠

হাদীসে কুদসী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নসিহতোঁ কে মাদানী ফুল বাওসিলায়ে আহাদীসে রাসূল"** এর ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

হে আদম সন্তান! যে হেসে হেসে গুনাহ করে, আমি তাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং যে আমার ভয়ে কান্না করতে থাকে, আমি তাকে খুশি করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। হে আদম সন্তান! কতো ধনী ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে, যারা হিসাব নিকাশের দিন অপারগতা ও দ্রারিদ্র্যতার আকাংখা করবে। কতো নির্দয় ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে, মৃত্যু তাদেরকে অপমানিত ও অপদস্থ করে দিবে। কতো মিষ্ট জিনিসের অবস্থা এমন হবে, মৃত্যু থাকে তিক্ত করে দিবে। নিয়ামত সমূহের উপর অনেক আনন্দ প্রকাশের অবস্থা এমন হবে, যাকে মৃত্যু মেঘাচ্ছন্ন করে দিবে। অনেক আনন্দ প্রকাশের অবস্থা এমন হবে, যা এরপরে দীর্ঘ কষ্টে লিপ্ত করিয়ে দিবে। **(মজমুআতু রাসাইল আল ইমাম গাযালী, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কোরআন মজীদের তিলাওয়াত, অধিকহারে আল্লাহর যিকির, মুখের কুফ্‌লে মদীনা, মিসকিনদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের সাথে মেলামেশা করার ফযীলত

১... হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাকে **আল্লাহ**কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। নিঃসন্দেহে এটি তোমার দ্বীনের (ধার্মিকতার) মূল।" আমি আরয করলাম: "আরো কিছু উপদেশ দিন।" ইরশাদ করলেন: "কোরআন মজীদের তিলাওয়াত এবং অধিকহারে **আল্লাহ**র যিকির করো, কেননা তা তোমার জন্য আসমান এবং জমিনে নূর হবে।" আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।" ইরশাদ করলেন: "জিহাদ করাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নাও, কেননা তা আমার উম্মতদের জন্য রাহবানিয়াত[১] স্বরূপ।" আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আরো কিছু নসিহত করুন।" ইরশাদ করলেন: "কম হাসবে, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত এবং চেহারাকে অনুজ্জ্বল করে দেয়।" আমি আরয করলাম: "আরো উপদেশ দিন।" ইরশাদ করলেন: "ভাল কথা বলা ব্যতিত নিরব থাকবে, কেননা নিরবতা শয়তানের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ আর দ্বীনি কাজে তোমার জন্য সহায়ক।"

---

(১). অধিকহারে ইবাদত ও রিয়াযত করা এবং লোকজন থেকে দূরে থাকাকে রাহবানিয়াত বলে।
(তাফসিরে বায়যাবী, ২৭তম পারা, ২৭তম আয়াতের পাদটিকা, ৫/৩০৫)

www.dawateislami.net

আমি আরয করলাম: "আরো কিছু নসিহত করুন।" ইরশাদ করলেন: "(দুনিয়াবী বিষয়ে) তোমার চেয়ে নগন্যকে দেখো, উত্তমদের দিকে দেখো না, কেননা এই আমলটি তা থেকে উত্তম যে, তুমি **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করবে।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরো কিছু নসিহত করুন। ইরশাদ করলেন: "অভাবীদেরকে ভালবাসো আর তাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করো।" আমি আরয করলাম: **(ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!) আরো কিছু ইরশাদ করুন। ইরশাদ করলেন: "সত্য কথা বলো, যদিও তা তিক্ত হয়।" আমি আরয করলাম: **(ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!) আরো কিছু নসিহত করুন। ইরশাদ করলেন: "আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখো, যদিওবা তারা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।" আমি আরয করলাম: **(ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!) আরো কিছু নসিহত করুন। ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাকের** ব্যাপারে কারো নিন্দাকে ভয় করো না।" আমি আরয করলাম: "আরো কিছু নসিহত করুন।" ইরশাদ করলেন: "মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করো।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হাত মোবারক আমার বুকে রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আবু যর! তদবীরের চাইতে কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, গুনাহ্ থেকে বাঁচার চাইতে কোন পরহেযগারী নেই আর উত্তম চরিত্রের চাইতে কোন আভিজাত্য নেই।"[১]

উত্তম চরিত্রের ফযীলত

২... আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় বান্দা উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোযা

(১). আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল কাযা, হাদীস নং- ২৪, ৩/১৩১।

www.dawateislami.net

এবং রাতের বেলায় নামাযে রত ব্যক্তিদের মর্যাদা পেয়ে যায়, আবার কখনো বান্দাকে অহংকারী ও অবাধ্য বলে লিখে দেওয়া হয়, অথচ সে নিজেদের পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কিছুরই মালিক নয়।"(১)

৩... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা উত্তম চরিত্রের কারণে তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা রাখার কারণে পিপাসার্ত থাকা ব্যক্তির মর্যদা লাভ করেন।"(২)

৪... হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমলের মীযানে (পাল্লায়) উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আমল আর কোনটিই নয়।"(৩)

৫... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সর্ম্পকে জানাবো না?" আমরা আরয করলাম: "কেন নয়!" ইরশাদ করেন: "সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।"(৪)

৬... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীদের সুলতান, রহমতে আলমিয়ান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার সর্বাধিক প্রিয় এবং আমার মজলিসের অধিক নিকবর্তী সে-ই হবে, যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও বিনয় অবলম্বনকারী হবে, সে লোকজনকে এবং লোকজন তাকে ভালবাসে আর তোমাদের মধ্যে আমার সর্বাধিক অপছন্দের এবং আমার মজলিস থেকে

---

(১). মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৬২৭৩-৬২৮৩, ৪/৩৬৯-৩৭২।
(২). আল ওস্তায়ু কার লিল কুরবাতি, বাবু মাজা ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ১৬৭২, ৮/২৭৯।
(৩). সুনানে আবু দাউদ, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৪৭৯৯, ৪/৩২।
(৪). আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪০৭১, ৩/৩৩০।

www.dawateislami.net

দূরে সেই লোক থাকবে, যে বাচাল, বক বক কারী এবং অহংকারকারী হবে।"(১)

৭... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: আমি বান্দাদেরকে আমার জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি করেছি। অতএব, আমি যার কল্যাণ চাই, তাকে উত্তম চরিত্র দান করি এবং যার অকল্যাণ চাই, তাকে মন্দ চরিত্র প্রদান করি।"(২)

৮... হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে উত্তম।"(৩)

৯... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পরিপূর্ণ মুমিন সেই, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি উত্তম।"(৪)

১০... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** যে বান্দার আকৃতি ও চরিত্রকে উত্তম বানিয়েছেন, তাকে আগুন গ্রাস করবে না।"(৫)

১১... হযরত সায়্যিদুন আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "উত্তম চরিত্র গুনাহ্সমূহকে এমনভাবে বিগলিত করে দেয়, যেভাবে সূর্যের তাপ বরফকে বিগলিত করে দেয়।"(৬)

---

(১). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ২০২৫, ৩/৪০৯। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪০৮০, ৩/৩৩২।
(২). জা'মেউল আহাদীস, হরফুল কা'ফ মাআল আলিফ, হাদীস নং- ১৫১২৯, ৫/৩২৫।
(৩). আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে জাবির বিন সামুরা, হাদীস নং- ২০৮৭৪, ৭/৪১০।
(৪). সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৪৬৮২, ৪/২৯০।
(৫). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮০৩৮, ৬/২৪৯।
(৬). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮০৩৬, ৬/২৪৭।

www.dawateislami.net

১২... হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন শুরাইক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কেরামগণ رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**!** মানুষকে সবচেয়ে উত্তম কোন্ জিনিসটি দান করা হয়েছে?" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "মানুষকে উত্তম চরিত্রের চাইতে বেশি উত্তম কোন জিনিসই দান করা হয়নি।"(১)

১৩... হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে নসিহত করেন: "যেখানেই থাকো না কেন **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করতে থাকো এবং গুনাহ সংগঠিত হয়ে গেলে তবে সাথে সাথে নেকী করে নাও, কেননা তা গুনাহকে মিটিয়ে দিবে আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।"(২)

নম্র স্বভাব, সচ্চরিত্র ও বিনয়ের ফযীলত

১৪. হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো না, যার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম? যে নম্র স্বভাব, কোমল ভাষী, মানুষকে মার্জনাকারী এবং চাহিদা পূরণকারী হবে।"(৩)

১৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুমিন এতই নম্র স্বভাব, কোমল ভাষী হয়ে থাকে যে, তার নম্রতার কারণে লোকেরা তাকে বোকা মনে করে।"(৪)

---

(১). মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৪৬৩, ১/১৭৯।
(২). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ১৯৯৪, ৩/৩৯৭।
(৩). মু'জামু আওসাত, হাদীস নং- ৮৩৭, ১/২৪৪।
(৪). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮১২৭, ৬/২৭২।

www.dawateislami.net

১৬... হযরত সায়্যিদুনা ইরবায বিন সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুমিন লাগামবিশিষ্ট উটের ন্যায় হয়ে থাকে, কেননা যদি তাকে বেঁধে রাখা হয় সে দাঁড়িয়ে থাকে আর যদি চালানো হয় তবে চলতে থাকে এবং কোন কংকরময় জায়গায় বসানো হয়, তবে বসে যায়।"(১)

১৭... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ব্যক্তি কোন ভুল-ত্রুটি না করা সত্ত্বেও বিনয় করে এবং সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী আলেমদের সাথে মেলামেশা রাখে এবং অপদস্ত ও গুনাহ্গারদের থেকে দূরে থাকে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয় করে দেয় এবং অযথা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী চলে আর সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে বিদআত গ্রহণ না করে।"(২)

মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার ফযীলত

১৮... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা মানুষকে নিজেদের সম্পদ দ্বারা খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং উত্তম চরিত্র তাদের খুশি করতে পারে।"(৩)

১৯... হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

---

(১). সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস নং- ৪৩, ১/৩২। তাফসীরে রুহুল বয়ান, ফোরকান, ৬৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৪০।

(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিয যুহুত ওয়া কসরিল আমল, হাদীস নং- ১০৫৬৩, ৭/৩৫৫।

(৩). মুস্তাদরিক লিল হাকিম, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ৪৩৫, ১/৩২৯।

www.dawateislami.net

"সর্বোত্তম সদকা হলো, তুমি তোমার পাত্র থেকে পানি তোমার ভাইয়ের পাত্রে ঢেলে দাও আর তার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করো।"(১)

মুসলমান ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসির ফযীলত

২০... হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমার নিজের বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতি পূর্ণ করা সদকা। তোমাদের নেকীর নির্দেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করাও সদকা। তোমাদের আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসা সদকা এবং তোমাদের কোন পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও সদকা।"(২)

২১... হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দরদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا হযরত সায়্যিদুনা আবু দরদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে বলেন: তিনি কথাবার্তার সময় মুচকি হাসতেন। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কথাবার্তা বলার সময় মুচকি হাসতে থাকতেন।"(৩)

২২... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, যখন **রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন আমি বলতাম যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করবেন আর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো না, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি মুচকি হাস্যোজ্জ্বল এবং উত্তম চরিত্র সম্পন্ন হতেন।"(৪)

---

(১). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ আন রাসূলুল্লাহ, হাদীস নং- ১৯৭৭, ৩/৩৯১।
(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিয যাকাত, হাদীস নং- ৩৩২৮, ৩/২০৪।
(৩). তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, নম্বর- ৫৪৬৪, ৪৭/১৮৭।
(৪). আল কামিলু ফি দা'ফায়ির রিজাল, নম্বর- ৪২/১৬৬৩, মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলী, ৭/৩৯৪।

www.dawateislami.net

নম্রতা ও সহনশীলতার ফযীলত

২৩... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** নম্রতা প্রদর্শনকারী এবং নম্রতাকেই ভালবাসেন আর নম্রতার জন্য যা কিছু দান করেন, তা কঠোরতার জন্য দান করেন না।"(১)

২৪... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, নবীদের সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** প্রত্যেক ব্যাপারে নম্রতাকেই পছন্দ করেন।"(২)

২৫... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে নবুয়ত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নম্রতা যে জিনিসে থাকে, সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।"(৩)

২৬... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **আল্লাহ তায়ালা** কোন পরিবারের কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের (অন্তরে) ভালবাসা ও নম্রতা সৃষ্টি করে দেন।"(৪)

২৭... হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রশান্ত (স্থিরতা) **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া (স্বভাব) শয়তানের পক্ষ থেকে।"(৫)

২৮... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের সম্মান হলো তার দ্বীন, মনুষ্যত্ব হলো তার বিবেক এবং আভিজাত্য হলো তার চরিত্র।"(৬)

---

(১). সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফির রিকাক, হাদীস নং- ৪৮০৭, ৪/৩৩৪।
(২). সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবুর রিকাক ফিল আমর কুল্লুহু, হাদীস নং- ৬০২৪, ৪/১০৬।
(৩). মুসনাদিল বাযার, মুসনাদে আবী হামযা আনাস বিন মালিক, হাদীস নং- ৭০০২, ২/৩২৯।
(৪). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আয়েশা, হাদীস নং- ৪৮০৭, ৪/৩৩৪।
(৫). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফির রিকাক, হাদীস নং- ২০১৯, ৩/৪০৭।
(৬). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবী হুরায়রা, হাদীস নং- ৮৭৮২, ৩/২৯২।

www.dawateislami.net

২৯... হযরত সায়্যিদুনা আশজ আসরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, **উত্তম চরিত্রের আধার, নবীদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: "তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন, যা **আল্লাহ তায়ালা** পছন্দ করেন, তা হচ্ছে সহনশীলতা আর প্রশান্তি (স্থিরতা)।" আমি আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই দুইটি গুণ কি আমি আমার মাঝে নিজে থেকে সৃষ্টি করেছি, নাকি **আল্লাহ তায়ালা** আমার মাঝে প্রকৃতিগত ভাবে তা সৃষ্টি করেছেন?" ইরশাদ করলেন: "না, বরং **আল্লাহ তায়ালা** তোমার প্রকৃতিতেই এই দু'টি স্বভাব রেখেছেন।" অতঃপর আমি বললাম: "সমস্ত প্রশংসা সেই মহান **প্রতিপালকে**র জন্য, **যিনি** আমার প্রকৃতিতে এই দু'টি স্বভাব রেখেছেন, যে কারণে **তিনি** এবং তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট।"(১)

৩০. হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার মাঝে তিনটি বিষয় থেকে কোন একটিও বিদ্যমান না থাকে, তবে সে যেনো তার কোন আমলের সাওয়াবের আশা না রাখে: (১) এমন তাকওয়া যা হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে (২) এমন সহিষ্ণুতা, যা তাকে পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখে (৩) উত্তম চরিত্র, যা দ্বারা সে মানুষের সাথে জীবন অতিবাহিত করে।"(২)

ধৈর্য্য ও দানশীলতার ফযীলত

৩১. হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "(পরিপূর্ণ) ঈমান ধৈর্য্য ও দানশীলতারই নাম।"(৩)

---

(১). আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-১৩৫৮৭, ৭/১৬৪।
(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, হাদীস নং- ৮৪২৪, ৬/৩৩৯।
(৩). আল মুসনাদ লি আবী ইয়ালা, মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হাদীস নং- ১৮৪৯, ২/২২০।

www.dawateislami.net

৩২. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ মুমিন, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করে, সে ঐ মুমিন থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করে না।"(১)

৩৩. হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালাম, শাহানশাহে নবুয়ত, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন হযরত ইব্রাহীম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে জমিন ও আসমানে ভ্রমণ করানো হলো, তখন তিনি عَلَیْہِ السَّلَام জনৈক ব্যক্তিকে গুনাহে লিপ্ত দেখে তার ধ্বংসের জন্য দোয়া করেন, অতএব তাকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে গুনাহে লিপ্ত দেখে তার বিরুদ্ধেও দোয়া করলেন, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো, সে আমারই বান্দা এবং তিনটি বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয় তাকে আমার গজব থেকে বাঁচিয়ে নিবে, হয়তো সে তাওবা করে নিবে, তখন আমি তার তাওবা কবুল করবো, নয়তো সে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, তখন আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো অথবা তার বংশে এমন কোন ব্যক্তি জন্ম নিবে যে আমার ইবাদত করবে। হে ইব্রাহীম! তুমি কি জানে না যে, আমার নামসমূহের মধ্যে এমন একটি নামও রয়েছে যা হচ্ছে 'আমি সবুর' (অর্থাৎ অতিশয় সহনশীল)।"(২)

৩৪... হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন কষ্টদায়ক কথা শুনে **আল্লাহ তায়ালার** চেয়ে অধিক ধৈর্য্যশীল আর কেউই

(১). আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবু আদাবিল কাযী, হাদীস নং- ২০১৭৫, ১০/১৫৩।
(২). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৭৪৭৫, ৫/৩২২।

www.dawateislami.net

নেই, কেননা মানুষ তাঁর প্রতি সন্তানের ইঙ্গিত করে, কিন্তু তবু **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দেন এবং রিযিক দান করেন।"(১)

৩৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, যখন তোমরা আপন কোন মুসলমান ভাইকে গুনাহে লিপ্ত দেখবে, তখন তার বিরুদ্ধে শয়তানর সাহায্যকারী হয়ে যেও না যে, তোমার এরূপ বলবে: "**আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে লাঞ্ছিত করুক, **আল্লাহ তায়ালা** তার অমঙ্গল করুক।" বরং এরূপ বলবে: "**আল্লাহ তায়ালা** তাকে তাওবা করার তৌফিক দান করুক এবং তাকে ক্ষমা করে দিক।"(২)

রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ফযীলত

৩৬... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শক্তিশালী সেই নয়, যে অন্যকে পরাজিত করে।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তবে শক্তিশালী কে?" ইরশাদ করলেন: "ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণে রাখে।"(৩)

৩৭... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিছু লোকের পাশ দিয়ে গমন করলেন তখন দেখলেন যে, তারা পাথর উঠানোর প্রতিযোগিতা করছিলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এখানে কী হচ্ছে?" লোকেরা আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এগুলো সেই পাথর, যেগুলোকে আমরা জাহেলী যুগে শক্তিশালী ব্যক্তির পাথর বলতাম।"

---

(১). সহীহ মুসলিম, কিতাবু সিফতুল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান নার, হাদীস নং- ২৮০৪, ১৫০৬ পৃষ্ঠা।
(২). মু'জামুল কবীর, হাদীস নং-৮৫৭৪, ৯/১১০।
(৩). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-২৬০৮, ১৪০৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি সম্পর্কে জানাবো না? তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"(১)

৩৮... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন্ জিনিসটি আমাকে **আল্লাহ তায়ালার** গযব থেকে বাঁচাতে পারে?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "রাগ পরিহার করো।"(২)

৩৯... হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "তাওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে: 'যখন তোমার রাগ আসবে, তখন আমাকে স্মরণ করো, যখন আমার জালাল আসবে, তখন আমি তোমাকে স্মরণ রাখবো এবং যখন তোমার উপর অত্যাচার করা হবে, তখন ধৈর্য্য ধারণ করো, তোমাকে আমার সাহায্য করা, তোমার জন্য তোমার সাহায্যের চেয়ে উত্তম। নিজের হাতকে নাড়া দাও, তোমার জন্য রিযিকের দরজা খুলে যাবে।"(৩)

দয়া ও কোমল হৃদয়ের ফযীলত

৪০... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই সত্তার শপথ, **যাঁর** কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! **আল্লাহ তায়ালা** শুধুমাত্র দয়ালুকেই **তাঁর** দয়া দান করেন।" আমরা আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

(১). জামেউল আহাদীস লিস সুয়ুতি, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, হাদীস নং- ১৩০৮৭, ১৮/৪৯৩।
(২). আল মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে ইবনে ওমর, হাদীস নং- ৬৬৪৬, ২/৫৮৭।
(৩). ফয়যুল কদীর, ৬০২২ নং হাদীসের পাদটিকা, ৪/৬২৯।

www.dawateislami.net

আমরা কি সবাই দয়ালু?" ইরশাদ করলেন: "সেই ব্যক্তি দয়ালু নয়, যে শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনদের উপর দয়া করে বরং দয়ালু সেই ব্যক্তি, যে সকল মুসলমানের উপর দয়া করে।"(১)

৪১... আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করছেন: "যদি তোমরা আমার দয়া পেতে চাও, তবে আমার সৃষ্টির প্রতি দয়া করো।"(২)

৪২... হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করে থাকেন।"(৩)

৪৩... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দয়া করেন না।"(৪)

৪৪... হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হয় না এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না, তাকে ক্ষমা করা হয় না।"(৫)

৪৫... হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে পৃথিবীবাসীকে দয়া করে না, আসমানের মালিক তাকে দয়া করেন না।"(৬)

---

(১). আয যুহ্দ লিহানাদ, বাবুর রাহমাতি, হাদীস নং-১৩২৫, ২/৬১৬।
(২). আল কামিলু ফি দা'ফায়ির রিজাল, নম্বর- ২৩/৫৯৩, খালিদ বিন ওমর, ৩/৪৫৭।
(৩). সহীহ বুখারী, কিতাবুজ জানায়িয, হাদীস নং- ১২৮৪, ১/৪৩৪।
(৪). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ২৩১৯, ১২৬৮ পৃষ্ঠা।
(৫). আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল কাযায়ি ওয়া গাইরুহু, হাদীস নং- ৩৪৪৮, ৩/১৫৪।
(৬). আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল কাযায়ি ওয়া গাইরুহু, হাদীস নং- ৩৪৫১, ৩/১৫৪।

www.dawateislami.net

৪৬... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো, আসামানের মালিক তোমার প্রতি দয়া করবেন।"(১)

৪৭... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমি **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "দয়া করো, তোমার উপর দয়া করা হবে। ক্ষমা করো, তোমাকে ক্ষমা করা হবে।"(২)

৪৮... হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সাআদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, এক মহিলা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে কোন চাহিদার কথা আরয করার জন্য উপস্থিত হলেন, কিন্তু তার **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটে যাওয়ার কোন সুযোগ হলো না। এ অবস্থা দেখে একজন সাহাবী নিজের স্থান ছেড়ে দিলেন এবং মহিলাটি সেখানেই বসে গেলেন। অতঃপর তার চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি এরূপ করলে কেন?" তিনি আরয করলেন: "তার প্রতি আমার দয়া হয়েছিলো।" এ কথা শুনে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ তায়ালা** তোমার প্রতি দয়া করুক।"(৩)

৪৯... হযরত সায়্যিদুনা কুররা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি যখন ছাগল জবাই করি, তখন তার প্রতি আমার দয়া হয়।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়া করো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার প্রতি দয়া করবেন।"(৪)

---

(১). মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ১০, ৬/৯৪।
(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি মুয়ালাজাতি কুল্লু যানবী বিত তাওবাতি, হাদীস নং-৭২৩৬, ৫/৪৪৯।
(৩). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৫৮৫৪, ৬/১৬১।
(৪). আল মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং- ১৫৫৯২, ৫/৩০৪।

www.dawateislami.net

রাগ দমন করার ফযীলত

৫০... হযরত সায়্যিদুনা আনাস জুহানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের রাগকে দমন করে নেয়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সম্মুখে আহ্বান করবেন এবং তাকে স্বাধীনতা দিবেন যে, হুরদের মধ্য থেকে যাকে খুশি নিয়ে নাও।"(১)

৫১... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের কোন চুমুক পান করা রাগের ঐ চুমুক থেকে উত্তম নয়, যা সে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পান করে।"(২)

৫২... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমন কতগুলো লোকের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন যারা কুস্তি লড়ছিলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "এগুলো কী হচ্ছে?" লোকেরা বললো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! অমুক খুবই শক্তিশালী। যেই তার সাথে লড়াই করে, সে তাকে পরাজিত করে দেয়।" তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি সম্পর্কে জানাবো না? সেই ব্যক্তি, যার উপর কেউ অত্যাচার করলো এবং সে রাগকে দমন করে নিলো আর নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো, তবে এমন ব্যক্তি নিজের ও অপর ব্যক্তির শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যায়।"(৩)

---

(১). সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি, অধ্যায়- ৪৮, হাদীস নং- ২৫০১, ৪/২২২।
(২). আল মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হাদীস নং- ৬১২২, ২/৪৮২।
(৩). মুসনাদিল বাযার, মুসনাদ আবী হামযা আনাস বিন মালিক, হাদীস নং-৭২৭২, ২/৩৪৫।

www.dawateislami.net

৫৩... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা কি আবু দ্বামদ্বামের মত হতে পারনা?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "আবু দ্বামদ্বাম কে?" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে ভোর হলে বলে: اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ وَھَبْتُ نَفْسِیْ وَعِرْضِیْ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমি আমার জীবন ও সম্মান সমর্পন করলাম। অতএব সে গালি দানকারীকে গালি দিত না, অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করতো না এবং প্রহারকারীকে প্রহার করতো না।"(১)

৫৪... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আয়াতে মোবারাকা "وَالْكٰظِمِیْنَ الْغَیْظَ (পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং ক্রোধ-সংবরণকারীরা-এর তাফসীরে বলেন: "এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে গালমন্দ করে এবং তুমি তার জবাব দেয়ার ক্ষমতা রাখ, কিন্তু তবুও নিজের রাগকে সংবরণ করে নিলো এবং তাকে কোন উত্তর দেয় না।"

লোকদেরকে মার্জনা করার ফযীলত

৫৫... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন যখন লোকেরা হিসাব-নিকাশের জন্য দন্ডায়মান হবে, তখন একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করবেন, "যে ব্যক্তির প্রতিদান **আল্লাহ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে তারা উঠুন এবং জান্নাতে প্রবেশ করুন।" অতঃপর দ্বিতীয়বার ঘোষনা করবেন, "যে ব্যক্তির প্রতিদান **আল্লাহ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, তারা দাঁড়িয়ে যান।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করবে: "তারা

(১). জামেউল আহাদীসি লিস সূয়ুতী, হরফুল হামযা মাআল ইয়া, হাদীস নং- ৯৪৪৭, ৩/৪১০।

www.dawateislami.net

কারা, যাদের প্রতিদান **আল্লাহ তায়ালার** দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে?" ঘোষনাকারী বলবে: "ঐ লোক, যারা লোকদেরকে মার্জনা করে দিতো।" অতএব অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে যাবে এবং হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাবে।"(১)

৫৬... হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, আমি **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিত হলে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরে ইরশাদ করলেন: "হে ওকবা! আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতবাসীদের সচ্চরিত্রবান সম্পর্কে বলবো না?" আমি আরয করলাম: "অবশ্যই ইরশাদ করুন।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো, যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে দান করো, যে তোমার প্রতি অত্যাচার করবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।"(২)

৫৭... হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার এটা পছন্দ যে, তার জন্য (জান্নাতে) প্রাসাদ তৈরি করা হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক, তবে তার উচিৎ, যে তার উপর অত্যাচার করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া, যে তাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করা এবং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।"(৩)

৫৮... হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ জাদলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট **হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন: "**হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(১). আততারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং-১৭, ৩/২১১।
(২). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৭৩৯, ১৭/২৬৯।
(৩). আল মুস্তাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৩২১৫, ৩/১২।

www.dawateislami.net

কোন মন্দ কথা বলতেন না, কোন মন্দ কাজ করতেন না, বাজারে হৈ-হুল্লোড় করতেন না আর মন্দের উত্তরও মন্দভাবে দিতেন না বরং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছিলেন ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।"(১)

৫৯... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিহাদ ব্যতীত কখনো কাউকে নিজের হাতে প্রহার করেননি এবং কখনো ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রতিশোধ নেননি। তবে হ্যাঁ, যখন কোন ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র হারাম ঘোষিত কোন বিষয়ে লিপ্ত হতো, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যা কিছুই চাওয়া হয়েছে কখনো তা নিষেধ করেননি তবে গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়া বিষয়াবলী ছাড়া, কেননা **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেসব ব্যাপারে লোকজন থেকে দূরে থাকতেন। যখনই **তাঁকে** দু'টি কাজের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহজ কাজটিই বেছে নিতেন।"(২)

৬০... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে লজ্জিত ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"(৩)

৬১... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ভদ্র ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শরয়ী শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।"(৪)

---

(১). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ২০২৩, ৩/৪০৯।
(২). আল মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আয়েশা, হাদীস নং- ২৫০৩৯, ৯/৪৫১।
(৩). মুসনাদে বাযার, মুসনাদে আবী হুরায়রা, হাদীস নং- ৮৯৬৭, ২/৪৭৭।
(৪). আল মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আয়েশা, হাদীস নং- ২৫৫৩০, ৯/৫৪৪।

www.dawateislami.net

৬২... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: "শিষ্টচার সম্পন্নদের শাস্তি দিও না, যদি সে সৎ হয়ে থাকে।"(১)

৬৩... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সদকা করাতে কখনো সম্পদ কমে যায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তার সম্মান বাড়িয়ে দেন আর যে **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য বিনয়ভাব পোষণ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে উন্নতি দান করেন।"(২)

৬৪... হযরত সায়্যিদুনা মারওয়ান বিন জিনাহ্ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "দুনিয়া এই বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, অসদাচরণকারীকে কোন ব্যক্তি ক্ষমা করে দিবে।"(৩)

৬৫... হযরত সায়্যিদুনা মাইসারা বিন হালবিস رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি ঐ স্থানে হক আদায় করে, যেই স্থানে মানুষ হক আদায় করতে জানে না। অতএব, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আপন সন্তুষ্টির পরিচয় দান করে দেন, তা এমন এক সময় যা অজ্ঞাত থাকা ব্যক্তিরাই পরিত্রাণ পেতে পারে। তাদের অন্তর অন্ধকারের প্রদীপ। **আল্লাহ তায়ালা** তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন আর তাদেরকে সকল অপরিস্কার অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা থেকে মুক্তি দান করেন।"

মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করার ফযীলত

৬৬... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ধর্ম হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা।" সাহবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন:

(১). ফয়যুল কদীর, হরফুত তা', ৩২৩৩ নং হাদীসের পাদটিকা, ৩/২৯৯।
(২). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ২৫৮৮, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা।
(৩). তারিখে মদীনা দামেশক লিইবনে আসাকির, নম্বর- ২১৫৭, রবিই বিন ইয়াহইয়া, ১৮/৮৪।

www.dawateislami.net

"ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**! কার?"** ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালার**, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলমানদের ইমামের এবং সাধারণ মুমিনের।"(১)

৬৭... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুমিন একে অপরের কল্যাণকামী এবং পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী হয়ে থাকে, যদিও তারা বিভিন্ন শহরের অধিবাসী হয়ে থাকে আর মুনাফিকরা একে অপরের সাথে প্রতারণাকারী হয়ে থাকে যদিও তারা একই শহরের অধিবাসী হয়।"(২)

৬৮... হযরত সায়্যিদুনা বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "যদি আমি কোন মসজিদে যাই এবং তা লোকে ভরপুর থাকে, অতঃপর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তবে আমি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করবো: তুমি কি এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী ব্যক্তিটিকে চিনো? যদি সে তাকে চিনে থাকে, তবে আমি বলবো: সে-ই সবচেয়ে উত্তম এবং আমি এও জানি যে, তার সাথে প্রতারণাকারীই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। আমার তাদের এই উত্তম ব্যক্তির অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় হয় এবং তাদের মন্দ ব্যক্তির নেককার হয়ে যাওয়ার আশাও রয়েছে।"

৬৯... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"(৩)

---

(১). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানুদ দ্বীনিন নসিহাতি, হাদীস নং- ৫৫, ৪৭ পৃষ্ঠা।
(২). আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং- ১২, ২/৩৬১।
(৩). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৪৫, ৪২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

৭০... হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট উত্তম ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "উত্তম ঈমান হলো, তুমি **আল্লাহ তায়ালা**র জন্যই ভালবাসবে, **তাঁর** জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করবে আর তোমার জিহ্বাকে **আল্লাহ**র যিকির দ্বারা সতেজ রাখবে।" অতঃপর আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তারপর?" ইরশাদ করেন: "মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকো এবং মানুষের জন্য তা অপছন্দ করো, যা নিজের জন্য অপছন্দ করে থাকে আর ভাল কথা বলো, অন্যথায় চুপ থাকো।"(১)

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং মুসলমানের প্রতি ঘৃণা থেকে বাঁচার ফযীলত

৭১... হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের আবদালরা (ইবাদতকারীরা) জান্নাতে (শুধুমাত্র) তাদের আমলের কারণেই প্রবেশ করবে না বরং তারা **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া, ব্যক্তিগত উদারতা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং সকল মুসলমানের প্রতি দয়াবান হওয়ার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(২)

৭২... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন; আমরা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই পথ দিয়ে তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে।" এমন সময় একজন আনাসারী সাহাবী এলেন, যাঁর দাড়ি থেকে অযুর পানি ঝরছিলো। তিনি তার জুতোগুলো বাম হাতে করে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সালাম

(১). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস মুয়ায বিন জাবাল, হাদীস নং- ২২১৯৩, ৮/২৬৬।
(২). কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ৩৪৫৯৬, ১২/৮৫।

www.dawateislami.net

করলেন। দ্বিতীয় দিন আবারো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই কথা ইরশাদ করলেন, তখন আবারো সেই আনসারী সাহাবীটি আগের মতই এলেন। তৃতীয় দিনও এরূপ হলো। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মজলিস থেকে উঠলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا সেই সাহাবীটির পিছনে পিছনে গমন করলেন। তাঁকে বলতে লাগলেন: "**আল্লাহ তায়ালার** শপথ, আমি আমার পিতাকে লজ্জা করি, তিনদিন পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাবো না, আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে এই তিনদিন আমাকে আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিন।" আনসারী সাহাবীটি অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا তাঁকে বললেন যে, আমি তিনটি রাত তাঁর সাথে কাটিয়েছি কিন্তু তাঁকে রাতে ইবাদত করতে দেখিনি। হ্যাঁ, তবে তিনি যখন বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন **আল্লাহর** যিকির এবং তাঁর মহত্ব বর্ণনা করতেন, এমতাবস্থায় ফজরের নামাজের জন্য উঠে যেতেন।"

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি আনসারী সাহাবীটির কাছ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই শুনিনি। যখন তিনদিন পূর্ণ হয়ে গেলো, তখন আমার তাঁর আমলকে তুচ্ছ মনে হওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো, কিন্তু যখন আমি সেই আনসারী সাহাবীটিকে বললাম: "হে **আল্লাহর** বান্দা! আমার আর আমার পিতার মাঝে কোন মনোমালিন্য এবং বিরোধ নেই বরং আমি তো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তিন বার বলতে শুনেছি যে, এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক আসবে আর তিনবারই আপনি উপস্থিত হয়েছেন। তাই আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আপনার সাথে অবস্থান করবো আর দেখবো আপনি কী আমল করেন, যেনো আমিও আপনাকে অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু আমি তো আপনাকে

www.dawateislami.net

কোন বড় আমল করতে দেখলাম না, তবে কিভাবে আপনি এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার ব্যাপারে এই কথাটি ইরশাদ করলেন?" আনসারী সাহাবীটি উত্তর দিলেন: "আর তো কোন আমল নেই, ব্যস এতটুকুই যা আপনি দেখেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: এ কথা শুনে আমি যখন সেখান থেকে চলে আসছিলাম, তখন আনাসারী সাহাবীটি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন: "আমার আর কোন আমলই নেই, ব্যস এতটুকুই যা আপনি দেখেছেন। তাছাড়া আমি কোন মুসলমানের জন্য আমার মনে ঘৃণা পোষণ করি না এবং **আল্লাহ তায়ালা** কাউকে কিছু দান করলে আমি তাতে হিংসা করি না।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন যে, আমি তাঁকে বললাম: "এটাই সেই আমল, যা আপনাকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছে এবং আমরা এর ক্ষমতা রাখি না।"(১)

৭৩... হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া বিন কুররা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পবিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী এবং সবচেয়ে বেশী যে গীবত থেকে বিরত থাকে।"(২)

৭৪... হযরত সায়্যিদুনা কা'ব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: "ঘুমন্ত ব্যক্তি মাগফিরাতপ্রাপ্ত এবং নামাযী ব্যক্তি কৃতজ্ঞ কিভাবে হবে?" তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: "এক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে এবং নিজের ঘুমন্ত ভাইয়ের অবর্তমানে তার জন্য দোয়া করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** সেই নামাযরত ব্যক্তির দোয়ার কারণে সেই ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির কল্যাণ কামনার কারণে নামাযরত ব্যক্তি এই বিষয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়।"

---

(১). মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ৪৯৪৪, ১/২৬০।
(২). মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা, কিতাবুয যুহুদ, হাদীস নং-৮, ৮/২৫৪।

www.dawateislami.net

মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর ফযীলত

৭৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদেরকে মর্যাদার দিক থেকে নামায, রোযা এবং সদকার চেয়ে উত্তম আমলের ব্যাপারে বলবো না?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "অবশ্যই বলুন।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "পরস্পর সম্পর্ককে ঠিক করো, কেননা অনৈক্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্নকারী।"(১)

হক আদায় করার ফযীলত

৭৬... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে নিজের মুখ দিয়ে কোন হক পূরণ করলো, তবে তার প্রতিদান বৃদ্ধি পেতে থাকবে, এমনকি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তার পুরোপুরি সাওয়াব প্রদান করবেন।"(২)

মজলুমকে সাহায্য করার ফযীলত

৭৭... হযরত সায়্যিদুনা বারা' বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে মজলুমকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।(৩)

৭৮... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজের ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত।" আমি আরয করলাম:

---

(১). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল সিফতিল কিয়ামাতি, ৫৬তম অধ্যায়, হাদীস নং- ২৫১৭, ৪/২২৮।
(২). হিলইয়াতুল আউলিয়া, নম্বর ৩৯৯, আব্দুল্লাহ বিন মোবারক, হাদীস নং- ১১৭৫১, ৮/১৯২।
(৩). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ২৮১৮, ৪/৩৬৯।

www.dawateislami.net

"আমি তো অত্যাচারিতের সাহায্য করতে পারবো, কিন্তু অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করবো?" ইরশাদ করলেন: "তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখো।"(১)

অত্যাচারীকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখার বর্ণনা

৭৯... হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন আবি হাযেম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আব বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, হে লোকেরা! তোমরা কি এই আয়াতে মোবারকা পড়ো:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমনাদারগণ! তোমরা তোমাদের কথা ভাবতে থাক। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না; যেহেতু তোমরা সুপথপ্রাপ্ত।

(তারপর বললেন) আমি **তাজেদারে রিসালত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে দেখবে আর তাকে অত্যাচার করা থেকে রিবত করবে না, তবে অচিরেই **আল্লাহ তায়ালা** তাদের সকলের প্রতি আযাব অবতীর্ণ করবেন।"(২)

৮০... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা দেখবে যে, আমার উম্মত অত্যাচারীকে সম্মান করছে, তখন তোমার অত্যাচারীকে অত্যাচারী বলা তোমাকে তাদের কাছ থেকে পৃথক করে দেবে।"(৩)

---

(১). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৬৮তম অধ্যায়, হাদীস নং- ২২৬২, ৪/১১২।
(২). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুত তাফসির, বাবু সূরা মায়েদা, হাদীস নং- ৩০৬৮, ৫/৪১।
(৩). আল মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হাদীস নং- ৬৭৯৮, ২/৬২১।

www.dawateislami.net

মুর্খদের বাধা প্রদানের বর্ণনা

৮১... হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মুর্খদের বাধা দাও(১)।"(২)

মুসলমানদের সাহায্য এবং তাদের চাহিদা পূরণ করার ফযীলত

৮২... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এমন কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** মানুষের চাহিদা পূরণ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। লোকেরা প্রয়োজনের সময় তাদের দিকে ধাবিত হয়। এরাই সেই লোক, যারা কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা**র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।"(৩)

৮৩... হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কল্যাণ ও অকল্যানের ভাণ্ডার **আল্লাহ তায়ালা** নিকট আর এর চাবি হচ্ছে মানুষ। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** কল্যাণের চাবি এবং অকল্যাণের তালা বানিয়েছেন আর ধ্বংস তার জন্য, যাকে অকল্যাণের চাবি এবং কল্যাণের তালা বানিয়েছেন।"(৪)

৮৪... হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, নবীদের সর্দার, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "আমিই হলাম প্রতিপালক। আমি কল্যাণ ও

---

(১). হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে মোবারাকার আলোকে বলেন: "এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিভাবকরা, যেনো তারা তাদের অবুঝ অধিনস্তদেরকে অহেতুক ব্যয় করা থেকে বাধা প্রদান করে।"

(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হাদীস নং- ৭৫৭৭, ৬/৯৬।

(৩). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ১৩৩৩৪, ১২/২৭৪।

(৪). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৫৮১৬, ৬/১৫০।

www.dawateislami.net

অকল্যাণকে ভাগ্য বানিয়ে দিয়েছি। সুসংবাদ তার জন্য, যার হাতে কল্যাণের চাবি রয়েছে এবং ব্যর্থতা তার জন্য, যার হাতে রয়েছে অকল্যাণের চাবি।"(১)

৮৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য পুলসিরাতের উপর নূরের দু'টি এমন অংশ সৃষ্টি করবেন, যার আলোয় এত বেশি সংখ্যক সৃষ্টি আলো পাবে যার সংখ্যা **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া আর কেউ জানে না।"(২)

৮৬... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াবী বিপদ দূর করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে সেই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন আর **আল্লাহ তায়ালা** ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"(৩)

৮৭... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সমস্ত সৃষ্টি **আল্লাহ তায়ালা**রই পালিত (অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে **তিনিই** পালনকর্তা)। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট **তাঁর** সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পালিতের (সৃষ্টিজগতের) সর্বাধিক উপকার সাধন করে।"(৪)

---

(১). দুররে মনসুর, সূরা আম্বিয়া, ২১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৬২২।
(২). আল মু'জামু আওসাত, হাদীস নং- ৪৫০৪, ৩/২৫৪।
(৩). সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, হাদীস নং- ২৬৯৯, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা।
(৪). আল মুসনাদ লিআবী ইয়ালা মওসলী, হাদীস নং- ৩৪৬৫, ৩/২৩২।

www.dawateislami.net

৮৮... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মুসলমান ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করলো, যেনো সে সারা জীবন **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করলো।"(১)

৮৯... হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য দালান স্বরূপ, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তি জোগায়।"(২)

৯০... হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুমিনদের পরস্পরের মাঝে দয়া, ভালবাসা ও সুসম্পর্কের উপমা একটি শরীরের মতই, যখন এর একটি অঙ্গব্যথা পায় তখন সারা শরীরে জ্বর এবং অনিদ্রার শিকার হয়ে যায়।"(৩)

হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমি স্বপ্নে **নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হই, তখন আমি এই (উক্ত) হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে তিনবার হাতের ইশারা করে ইরশাদ করলেন: "এটি বিশুদ্ধ"।

৯১... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কোন আমলটি উত্তম?" **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আপন

(১). আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, বাবুল মিম, হাদীস নং- ২১১১, ২/২৮৬।
(২). সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গযব, হাদীস নং- ২৪৪৬, ২/১২৭।
(৩). শরহে সুন্নাহ লিল বাগভী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ৩৩৫৩, ৬/৪৫৩।

www.dawateislami.net

মুসলমান ভাইকে খুশি করা বা তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া অথবা তাকে আহার করানো।"(১)

৯২... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক মুমিন অপর মুমিনের আয়না স্বরূপ। মুমিন পরস্পর ভাই ভাই। যেখানেই সাক্ষাত হয়, তাকে ক্ষতি থেকে বাঁচায় আর অবর্তমানে তার নিরাপত্তা বিধান করে।"(২)

৯৩... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, একদা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: "আমাকে এমন বৃক্ষ সম্পর্কে বলো, যা মুসলমান পুরুষের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং এর পাতা ঝরে যায় না, যা **আল্লাহ তায়ালার** আদেশে সর্বদা ফল দিতে থাকে।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: আমার মনে ধারণা হলো, তা খেজুরের বৃক্ষই হবে, কিন্তু আমি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর উপস্থিতিতে বলা উচিত মনে করলাম না। যখন তাঁরা উভয়েও বললেন না, তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং ইরশাদ করেলন: "তা হলো খেজুর বৃক্ষ।"(৩)

৯৪... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের মেহমানদারি করে কিংবা তার অভাব তার জন্য সহজ করে দেয়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর দয়াময় দায়িত্ব হলো, তাকে জান্নাতে সেবক দান করবেন।"(৪)

---

(১). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিত তা'উন আলাল বিররে ওয়াত তাকওয়া, হাদীস নং- ৭৬৭৮, ৬/১২৩।
(২). সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪৯১৮, ৪/৩৬৫।
(৩). মুসনাদিল বাযার, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাদীস নং- ৫৭১৪, ২/২৩৬।
(৪). হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইয়াজিদ বিন আবান রাকাশি, হাদীস নং-৩১৭৩, ৩/৬২।

www.dawateislami.net

অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার ফযীলত

৯৫... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করাকে পছন্দ করেন।"(১)

৯৬... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন দুর্দশাগ্রস্তের সাহায্যে এগিয়ে আসে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য ৭৩টি নেকী লিখে দেন। একটি নেকী দিয়ে **আল্লাহ তায়ালা** তার দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করে দেন আর অবশিষ্ট নেকীগুলো তার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়।"(২)

৯৭... হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: একদা আমরা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সফরে ছিলাম, এক ব্যক্তি একটি দুর্বল বাহনে করে এলো এবং সে তার বাহনটিকে ডানে বামে ঘুরাতে শুরু করলো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যার নিকট অতিরিক্ত বাহন রয়েছে তা তাকে দিয়ে দাও, যার নিকট বাহন নাই এবং যার নিকট অবশিষ্ট খাবার রয়েছে তা তাকে খাইয়ে দাও, যার নিকট খাবার নাই। অনুরূপভাবে সম্পদের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। অবশেষে আমরা অনুভব করলাম যে, অবশিষ্ট জিনিস থেকে কারোরই কিছু রেখে দেওয়ার কোন অধিকারই নাই।(৩)

৯৮... হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**!** বান্দাকে কোন্ জিনিসটি দোযখ থেকে মুক্তি দিবে?"

---

(১). আল মুসনাদে লিইবনে ইয়ালা মাওসলি, হাদীস সা'দ বিন সুনান আন আনাস, হাদীস নং- ৪২৮০, ৩/৪৫২।
(২). আল মুসনাদে লিইবনে ইয়ালা মাওসলি, হাদীস সা'দ বিন সুনান আন আনাস, হাদীস নং- ৪২৫, ৩/৪৪৫।
(৩). সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু হুকুকিল মাল, হাদীস নং-১৬৬৩, ২/১৭৫।

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ তায়ালার** উপর ঈমান আনা।" আমি আবেদন করলাম: "ঈমানের সাথে কি কোন আমলও রয়েছে?" ইরশাদ করলেন: "বান্দাকে **আল্লাহ তায়ালা** যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে কিছু না কিছু সদকা করতে থাকা।" আমি আবেদন করলাম: "যদি সে যদি অভাবী হয়, দেয়ার জন্য কিছু না থাকে, তবে?" ইরশাদ করলেন: "তবে সে নেকীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং গুনাহ থেকে নিষেধ করবে।"

আমি আবেদন করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি সে গুছিয়ে কথা বলতে না পারে যেন নেকীর দাওয়াত দিবে এবং গুনাহ থেকে নিষেধ করবে, তবে?" ইরশাদ করলেন: "কোন মুর্খের সাথে কোন নেকী করবে।" আমি আবেদন করলাম: "যদি সে নিজেই মুর্খ হয়, কারো সাথে নেকী করতে না পারে, তবে?" ইরশাদ করলেন: "সে পরাজিতকে সাহায্য করবে।" অতঃপর ইরশাদ করলেন: "তুমি কি তোমার ভাইয়ের মাঝে এমন কোন ভাল কাজ রেখে যেতে চাও না, যা মানুষের দুর্দশা লাঘব করে?" আমি আবেদন করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এমন যে করবে সে কি জান্নাতে প্রবেশ করবে?" ইরশাদ করলেন: "যে মুমিন বা মুসলমান এসব স্বভাব থেকে যেকোন স্বভাব গ্রহণ করবে, আমি তার হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব।"(১)

দুর্বলদের ভরণ পোষণ করার ফযীলত

৯৯. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বিধবা ও অনাথদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টাকারী **আল্লাহ তায়ালার** পথে জিহাদকারীর ন্যায়।"(২)

(১). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং-১৬৫০, ২/১৫৬।
(২). সহীহ বুখারী, কিতাবুন নাফকাত, বাবু ফদলিন নাফকাতি আলাল আহল, হাদীস নং- ৫৩৫৩, ৩/৫১১।

www.dawateislami.net

১০০... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বিধবা ও অনাথদের ভরণ-পোষণের চেষ্টাকারী **আল্লাহ তায়ালা**র পথে জিহাদকারী মুজাহিদ কিংবা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে, রাতে নামায পড়ে।"(১)

১০১... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি (কোন মুসলমান মৃতের জন্য) কবর খনন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রতিদান পেতে থাকবে,... যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলো, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে, যেন তাকে আজই তার মা জন্ম দিয়েছে,... যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করালো, **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তির কাপড়ের সম সংখ্যক জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন,... যে ব্যক্তি কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে শান্তনা দেবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাবেন এবং (যখন সে মারা যাবে তখন) রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন,... যে ব্যক্তি কোন দূর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে এমন দু'টি জান্নাতী হুল্লা (পোশাক) দান করবেন, যার মূল্য সমগ্র পৃথিবীও হতে পারে না,... যে ব্যক্তি দাফন শেষ করা পর্যন্ত জানাযার সাথে চলবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য তিন কীরাত প্রতিদান লিখে দিবেন এবং এক কীরাত হলো উহুদ পর্বতের চেয়েও বড়,... যে ব্যক্তি কোন বিধবা কিংবা এতিমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলো, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আরশের ছায়ায় জায়গা দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন,... যে ব্যক্তি রোযা রাখে বা মিসকিনকে আহার করায় এবং

(১). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবী হুরায়রা, হাদীস নং- ৮৭৪০, ৩/২৮৫।

www.dawateislami.net

জানাযার সাথে চলে আর রোগী দেখতে যায়, তবে তাকে কোন গুনাহ স্পর্শ করবে না।"(১)

এতিমের ভরণ-পোষণ করার ফযীলত

১০২... হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি এবং এতিমকে ভরণ-পোষণকারী হোক সে এতিমের আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় জান্নাতে এভাবে থাকবো।" অতঃপর হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেলেন।(২)

১০৩... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমানদের ঘরগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ঘর সেটি, যাতে এতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় এবং মুসলমানদের ঘরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘর সেটি, যাতে এতিমদের সাথে অসদাচরণ করা হয়।" অতঃপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি এবং এতিমের ভরণ-পোষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো।" অতঃপর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় একত্র করলেন। (৩)

১০৪... হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে দস্তরখানায় এতিম থাকে শয়তান সেই দস্তরখানার নিকটেও আসে না।"(৪)

১০৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই সত্তার শপথ,

---

(১). মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৯২৯২, ৬/৪২৯।
(২). আল আদবুল মুফরাদ, বাবু ফদলি মিন ইয়াউলু ইয়াতিমান বায়না আবওয়ায়হু, হাদীস নং- ১৩৩, ৫৮ পৃষ্ঠা।
(৩). আল আদবুল মুফরাদ, হাদীস নং-১৩৭, ৫৮ পৃষ্ঠা।
(৪). মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ১৩৫১২, ৮/২৯৩।

www.dawateislami.net

যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে এতিমের প্রতি দয়া করলো এবং তার সাথে কোমল ব্যবহার করলো আর তার এতিম এবং দুর্বল অবস্থার উপর দয়া করলো এবং **আল্লাহ পাক** আপন দয়ায় তাকে যে অঢেল সম্পদ দান করেছেন, সেই কারণে সে প্রতিবেশীদের সাথে অহংকার দেখায় না।"(১)

১০৬... হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে প্রতিটি চুলের পরিবর্তে একটি করে নেকী দান করেন এবং যার লালন-পালনে এতিম ছেলে বা মেয়ে রয়েছে চাই সেই এতিমের আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়, তবে আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে অবস্থান করবো।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বৃদ্ধাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় মিলিয়ে দিলেন।(২)

১০৭... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে এসে নিজের পাষাণ হৃদয়ের অভিযোগ করলো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি তুমি তোমার হৃদয়কে কোমল করতে চাও, তবে মিসকিনদের আহার করাও এবং এতিমের মাথায় স্নেহভরা হাত বুলিয়ে দাও।"(৩)

১০৮... হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আমর কুশাইরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান এতিমের লালন-পালনের ভার নেয়, এমনকি সেই এতিম অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** অবশ্যই তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য করে দিন।"(৪)

---

(১). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৮৮২৮, ৬/২৯৬।
(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি রেহেমুস সগীর ওয়া তাওকীরিল কবীর, হাদীস নং- ১১০৩৬, ৭/৪৮২।
(৩). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি রেহেমুস সগীর ওয়া তাওকীরিল কবীর, হাদীস নং- ১১০৩৪, ৭/৪৮২।
(৪). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৬৬৯, ১৯/৩০০।

www.dawateislami.net

১০৯... হযরত সায়্যিদুনা জাব্ব আনাসারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: একটি ছেলে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মসজিদে দেখে আরয করলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি একজন এতিম ও অনাথ ছেলে এবং আমর মা অত্যন্ত গরীব ও অভাবী, **আল্লাহ তায়ালা** আপনাকে যা কিছু দান করেছেন তা থেকে আপনি আমাকেও কিছু দান করুন! **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সন্তুষ্টি চান এমনকি আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" **হুযুর নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে বৎস! তোমার কথাগুলো আবার বলো, তোমার মুখ দিয়ে তো ফিরিশতারা বলছেন।" সে তার কথাগুলো পুনরায় বললো। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "রাসূলের বংশের ঘরে যা কিছু আছে নিয়ে আসো।"

অতএব একটি পাত্র (সবজির) আনা হলো, যা ছিল এক মুষ্টির চেয়ে বেশি এবং দুইটির কম। **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে বৎস! এটি নিয়ে যাও! এতে তোমার এবং তোমার মা ও বোনের দুপুর ও রাতের খাবার রয়েছে। আমি এতে বরকতের জন্য দোয়া করে তোমাদের সাহায্য করতে থাকবো।" অতঃপর ছেলেটি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে যখন মসজিদের দরজা পর্যন্ত এলো তখন তার সাক্ষাৎ হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে হলো, তিনি তার মাথায় স্নেহভরা হাত বুলিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন: এ কথা জানিনা যে, তিনি তাকে কিছু দিয়েছিলেন কি না? যখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি যখন এতিমটির সাথে সাক্ষাত করেছো, আমি কি তখন তোমাকে তার মাথায় হাত বুলাতে দেখিনি?" হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয

www.dawateislami.net

করলেন: "কেন নয়?" **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে চুলগুলোর উপর তোমার হাত লেগেছে, তার পরিবর্তে তোমার জন্য নেকী রয়েছে।"

হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, এতিমের মাথায় হাত বুলানো মুস্তাহাব।

বে-ওয়ারিশ শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং বড় হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করার ফযীলত

১১০... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন শিশুর লালন-পালন করে, এমনকি সে 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ' বলা শুরু করে দেয়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ নিবেন না[১]।"[২]

উত্তম আচরণের ফযীলত

১১১... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ খিতমী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক নেক আমলই হলো সদকা।"[৩]

১১২... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক নেক আমলই হলো সদকা। তা ধনীর সাথে হোক কিংবা গরীবের সাথে।"[৪]

---

(১). হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "এই হাদীসে নিজের সন্তান এবং অপরের এতিম সন্তান ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভুক্ত।"
(ফয়যুল কদীর, ৮৬৯৬ নং হাদীসের পাদটিকা, ৬/১৭৪)

(২). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৪৮৬৫, ৩/৩৭০।

(৩). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ খাতমী আনসারী, হাদীস নং-১৮৭৬৬, ৬/৪৫৪।

(৪). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ১০০৪৭, ১০/৯০।

www.dawateislami.net

১১৩... হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নেকী এবং গুনাহকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের দাঁড় করানো হবে। যারা নেক আমল করেছে নেকীসমূহ তাদেরকে সুসংবাদ দিবে এবং তাদের সাথে মঙ্গলের ওয়াদা করবে, পক্ষান্তরে গুনাহ বলবে দূর হয়ে যাও, কিন্তু সে এর সামর্থ্য রাখবে না, বরং গুনাহের সাথে জড়িয়ে যাবে।"(১)

১১৪... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়ায় নেক আমলকারী আখিরাতেও নেকীসমৃদ্ধ হবে এবং দুনিয়ায় মন্দ আমলকারী আখিরাতেও গুনাহ সমৃদ্ধ হবে।"(২)

১১৫. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা কি জানো যে, সিংহ গর্জন করার সময় কী বলে?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর** রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**ই** ভাল জানেন।" **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সিংহ বলে: হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে তোমার কোন নেককার বান্দার উপর চড়াও করিও না।"(৩)

১১৬... হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সদকা যদিও ৭০ হাজার হাত ঘুরে আসে তবুও সর্বশেষ লোকটির প্রতিদান সর্বপ্রথম সদকাকারীর সমান হবে।"(৪)

---

(১). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস আবু মুসা আশআরী, হাদীস নং-১৯৫০৪, ৭/১২৩।
(২). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-১৫৬, ১/১৫৬।
(৩). আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, বাবুত তা, হাদীস নং- ২১৫৫, ১/২৯৭।
(৪). আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, বাবুল লাম, হাদীস নং- ৫১২৮, ২/১৯৯।

www.dawateislami.net

১১৭... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর মানুষের প্রতিটি জোড়ার সদকা রয়েছে। যদি তোমরা দু'জন বান্দার মাঝে ন্যায় বিচার করে দাও, তবে তাও সদকা। যদি তোমরা কাউকে বাহনে উঠতে সাহায্য করো, তবে তাও সদকা। যদি কারো সরঞ্জাম বাহনে উঠিয়ে দাও, তবে তাও সদকা। ভাল কথা বলাও সদকা। নামাযের জন্য প্রদত্ত প্রত্যেকটি পদক্ষেপও সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদকা।"(১)

১১৮... হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে গমন করলেন, তখন আমার সাথে একজন লোক ছিলো। **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ওবাই! সে কে?" আমি উত্তর দিলাম: "সে হচ্ছে আমার কাছ থেকে ঋণ গ্রহিতা। আমি তার কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের দাবী করছি।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে ওবাই! তার সাথে সদ্ব্যবহার করো।" এ কথাটি বলার পর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের কোন কাজে চলে গেলেন। যখন দ্বিতীয়বার আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ লোকটি আমার সাথে ছিলো না। জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ওবাই! তুমি তোমার ঋণগ্রহীতা ভাইটির সাথে কেমন আচরণ করেছো?" আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**!** সে ঋণ পরিশোধ করতে পারছিলো না। সুতরাং আমি ঋণের এক তৃতীয়াংশ **আল্লাহ তায়ালার** ওয়াস্তে, এক তৃতীয়াংশ **আপনার** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ওয়াস্তে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে তাওহীদের আকীদা অর্জন করার সৌভাগ্য লাভের জন্য ক্ষমা করে

(১). সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১০০৯, ৫০৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

দিয়েছি।" তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আনন্দিত হয়ে) তিনবার ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে দয়া করুক, আমাকে এই বিষয়েরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

অতঃপর ইরশাদ করলেন: "হে ওবাই! নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** আপন সৃষ্টি থেকে কিছু লোককে কল্যাণের মাধ্যম বানিয়েছেন। কল্যাণ ও কল্যাণের কাজকে তাদের প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন। কল্যাণের প্রতি আগ্রহীদেরকে কল্যাণ অন্বেষণ করা সহজ করে দিয়েছেন এবং তাদের উপর বৃষ্টি দানের বর্ষণ করেছেন। সুতরাং কল্যাণ কামনাকারীদের উপমা সেই বৃষ্টির ন্যায়, যা **আল্লাহ তায়ালা** অনুর্বরভূমি ও অনাবৃষ্টির কারণে শুকিয়ে যাওয়া ভূমির উপর বর্ষণ করেন, সেই কারণে ভূমিতে এবং ভূমির অধিবাসীদের জীবন দান করেন এবং নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** সৃষ্টির মধ্যে ভালর বিরুদ্ধে শত্রুও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ভাল এবং ভাল কাজগুলো তাদের জন্য অপছন্দনীয় বানিয়ে দিয়েছেন আর তাদেরকে কল্যাণ কামনা করা থেকে বাধাগ্রস্থ করে দিয়েছেন, তাদের উপমা ঐ বৃষ্টির ন্যায়, যা **আল্লাহ তায়ালা** খরায় শুকনো ভূমির উপর বর্ষণ হওয়া থেকে বারণ করে দিয়েছেন এবং সেই কারণে ভূমি ও ভূমির অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন করে দিয়েছেন।"[১]

নেক আমল করার ফযীলত

১১৯... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে সুন্দর চরিত্র ও নেক আমলকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন।"[২]

---

(১). আল মওসুআতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু কাযায়িল হাওয়ায়িজ, হাদীস নং- ৪, ৪/১৪১।
(২). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৬৮০৫, ৫/১৫৩।

www.dawateislami.net

১২০... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** নেক ও উত্তম কাজগুলোকে পছন্দ করেন এবং মন্দ কাজগুলোকে অপছন্দ করেন।"(১)

১২১. হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালার ১১৭**টি চারিত্রিক গুণ রয়েছে। যে বান্দা এর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও নিজের চরিত্রে প্রতিফলন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবেন।"(২)

১২২... হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালার** নিকট একটি 'লওহ' রয়েছে, যাতে **৩১৫**টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এর মধ্য থেকে কোন একটির উপর আমল করবে এবং আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, তবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"(৩)

১২৩.. বর্ণিত আছে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঈমানের ৩৩৩টি গুণাবলী রয়েছে। যে এর মধ্য থেকে কোন একটির উপরও আমল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(৪)

মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার নিন্দা

১২৪... হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা দেখবে

(১). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি হুসনিল হুলক, হাদীস নং-৮০১২, ৬/২৪১।
(২). মুসনাদে আবী দাউদ তিয়ালসি, ১ম অংশ, হাদীসের ওসমান বিন আফফান, ১৪ পৃষ্ঠা।
(৩). ওমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ৯নং হাদীনের পাদটিকা, ১/১৯৬।
(৪). মা'রিফাতে সাহাবা লিআবী নাইম, নম্বর- ১৯৪৩, ওবাইদ আবু আব্দুর রহমান, হাদীস নং- ৪৮০৬, ৩/৩২৮।

www.dawateislami.net

যে, **আল্লাহ তায়ালা** কোন বান্দাকে গুনাহ করা সত্ত্বেও (নেয়ামত) দান করে যাচ্ছেন, তবে তা **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে তার জন্য এটি শৈথিল্য (অবকাশ)।" অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۵﴾

(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৪৪, ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর তাদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সব ধরনের দরজাসমূহ খুলে দিলাম। এক পর্যায়ে তারা যখন সেসবে খুশি হল যা তারা পেয়েছে, আমি তখন হঠাৎ করে তাদেরকে পাকড়াও করে নিলাম। এখন তারা হতাশায় ভুগছে। অতএব, অত্যাচারীদের মূল উৎপাটন করে দেওয়া হল। আর সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপলক **আল্লাহ**রই।[১]

১২৫... হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "**আল্লাহ তায়ালা**র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, তাঁর সাহায্য থেকে হতাশ হওয়া এবং **তাঁর** গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় না করা, কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

১২৬... হযরত সায়্যিদুনা খুযাইমা বিন ছাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তা আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "(হে মজলুম!) আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছুটা দেরীতে হয়।"[৩]

---

(১). আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে ওকবা বিন আমের জাহনী, হাদীস নং- ১৭৩১৩, ৬/১২২।
(২). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফির রিজা মিনাল্লাহি, হাদীস নং- ১০৫০, ২/২০।
(৩). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৩৭১৮, ৪/৮৪।

www.dawateislami.net

১২৭.. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, যদি সে কাফিরও হোক না কেন, কেননা তার কুফর তো তার প্রাণের সাথে সম্পৃক্ত।"(১)

১২৮... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে।"(২)

১২৯... হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের প্রতিপালক ইরশাদ করেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ, আমি অত্যাচারি থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবো, শীঘ্রই কিংবা বিলম্বে এবং তার কাছ থেকেও অবশ্যই প্রতিশোধ নেব যে মজলুমকে দেখলো কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করেনি।"(৩)

মুসলমান ভাইয়ের পক্ষে জায়িয সুপারিশ করার ফযীলত

১৩০... হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **সুন্দর চরিত্রের আধার, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন ব্যক্তি আবেদন নিয়ে আসে, তবে তার পক্ষে সুপারিশ করো, যাতে তুমি প্রতিদান পাও আর **আল্লাহ তায়ালা** যদি চান, তবে তাঁর নবীর মুখ দিয়ে ফায়সালা করিয়ে দিবেন।"(৪)

১৩১... হযরত সায়্যিদুনা সামুরা বিন জুনদুব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

---

(১). আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল কাযা, হাদীস নং- ৩৪১৫, ৩/১৪২।
(২). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু তাহরিমিল যুলম, হাদীস নং- ২৫৭৮, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা।
(৩). আল মু'জামু আওসাত, হাদীস নং- ৩৬, ১/২০।
(৪). সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৪৩২, ১/৪৮৩।

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "সর্বোত্তম সদকা হলো মুখের সদকা।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুখের সদকা কী?" ইরশাদ করলেন: "তোমার সেই সুপারিশ যা দ্বারা কোন কয়েদী মুক্তি পেলো, কারো জীবন বেঁচে গেল এবং কোন কল্যাণ তোমার ভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দাও এবং তার কাছ থেকে কোন বিপদ দূর করো।"(১)

১৩২... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন ভাল কাজে কিংবা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বাদশার নিকট সুপারিশ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** পুলসিরাত অতিক্রম করতে যে দিন পা পিছলে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখন তাকে সাহায্য করবেন।"(২)

১৩৩... হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অত্যাচারি শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা অনেক বড় জিহাদ।"(৩)

মুসলমানদের সম্মান রক্ষা এবং তাদের সাহায্য করার ফযীলত

১৩৪... হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তার মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে রক্ষা করবেন।" অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

---

(১). শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাউন আলাল বিররে ওয়াত তাকওয়া, হাদীস নং- ৭৬৮৩, ৬/১২৪।
(২). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৩৫৭৭, ২/৩৭৪।
(৩). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাবু মা'জা আফযালূল জিহাদ, হাদীস নং- ২১৮১, ৪/৭২।

www.dawateislami.net

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾

(পারা ২১, সূরা রোম, আয়াত ৪৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমার অনুগ্রহের যিম্মায় রয়েছে মুমিনদের সাহায্য করা।(১)

১৩৫... হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হোছাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তার ভাইকে সাহায্য করার সামর্থ্য রাখে এবং তার অবর্তমানে তাকে সাহায্য করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে সাহায্য করবেন।"(২)

১৩৬... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তার ভাইয়ের অবর্তমানে তাকে সাহায্য করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন।"(৩)

১৩৭... হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমাকে এমন স্থানে সাহায্য করা ছেড়ে দিলো, যেখানে তার অসম্মান হচ্ছে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তিকেও এমন জায়গায় সাহায্য করবেন না, যেখানে সে সাহায্য প্রার্থী হবে এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন জায়গায় সাহায্য করে যেখানে তার অসম্মান হচ্ছে এবং তাকে অপমানিত করা হচ্ছে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে এমন জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে সাহায্য প্রার্থী হবে।"(৪)

---

(১). মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪৯৮২, ২/২১৫।
(২). আল বাহরুয যাখারিল মারুফ বিমাসনাদিল বাযযার, মুসানাদে ইমরান বিন হোছাইন, হাদীস নং- ৩৫৪২, ৯/৩১।
(৩). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিত তাআউন আলাল বিররে ওয়াত তাকওয়া, হাদীস নং-৭৬৩৭, ৬/১১১।
(৪). সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৪৮৮৪, ৪/৩৫৫।

www.dawateislami.net

১৩৮... হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন মুয়ায বিন আনাস জুহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে (তার সম্মান) সেই মুনাফিক থেকে রক্ষা করে, যে তার অবর্তমানে তার নিন্দা করে যাচ্ছিল, তবে **আল্লাহ তায়ালা** (কিয়ামতের দিন) তার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, যে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তুচ্ছ ও অপমানিত করার উদ্দেশ্য কোন কথা বললো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জাহান্নামের পুলের উপর আটকে রাখবেন, এমনকি সে কথিত কথার সমর্থন করে (অর্থাৎ তার কথিত কথার পক্ষে কোন প্রমাণ নিয়ে আসে)।"[১]

মানুষকে ভালবাসার ফযীলত

১৩৯... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঈমানের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা।"[২]

১৪০... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মধ্যমপন্থায় ব্যয় করা অর্ধেক জীবন ধারণের উপকরণ, মানুষকে ভালবাসা অর্ধেক বুদ্ধিমত্তা এবং ভাল প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেক।"[৩]

১৪১... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের সাথে উৎফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করা সদকা স্বরূপ।"[৪]

---

(১). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৪৩৩, ২০/১৯৪।
(২). জামেয়েল আহাদীসে লিস সুয়ূতী, হরফিল হামযা মাআল ফা, হাদীস নং- ৩৪৯৫, ২/১৩।
(৩). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিল ইক্তিসাদ ফিন নাফকা..., হাদীস নং- ২৫২৮, ৫/২৫৪।
(৪). শরহে সহীহ বুখারী লি ইবনে বতাল, কিতাবুল আদব, বাবুল মাদারাতি মাআন নাস, ৯/৩০৫।

www.dawateislami.net

আল্লাহর রাস্তার সৈন্যদের সাহায্য করার ফযীলত

১৪২... হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি মুজাহিদদের মালামাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে, তার প্রতিদানও মুজাহিদেরই ন্যায় এবং যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করলো, তার প্রতিদানও মুজাহিদের ন্যায়।"(১)

১৪৩... হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মুজাহিদকে জিহাদে যাওয়ার জন্য পাথেয় ব্যবস্থা করে দিলো, তবে নিশ্চয় সে যেনো (নিজেই) জিহাদ করলো এবং যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারকে ভালভাবে দেখাশুনা করলো, তবে সেও জিহাদকারীর ন্যায় সাওয়াব পাবে।"(২)

হাজীকে সাহায্য করা এবং রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত

১৪৪... হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করালো কিংবা কোন মুজাহিদকে জিহাদে যাওয়ার পাথেয় ব্যবস্থা করে দিলো, তবে সেও (রোযা ও জিহাদের) সাওয়াব পাবে এবং তাদের প্রতিদানেও কোনরূপ কমতি হবে না।"(৩)

১৪৫... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** একটি হজ্বের কারণে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: (১) মৃত ব্যক্তি (২) তার পক্ষ থেকে হজ্ব পালনকারী এবং (৩) অসিয়ত পূরণকারী।"(৪)

---

(১). সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুস সেয়র, বাবু ফসলিজ জিহাদ, হাদীস নং- ৪৬১৩, ৭/৭১।
(২). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, হাদীস নং- ১৮৯৫, ১০৫০ পৃষ্ঠা।
(৩). আল মুসান্নিফ লি ইবনে আবী শেয়বা, কিতাবুজ জিহাদ, হাদীস নং- ২৫১, ৪/৫৯৯।
(৪). সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী কিতাবুল হজ্ব, হাদীস নং- ৯৮৫৫, ৫/২৯৩।

www.dawateislami.net

১৪৬... হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, তবে ফিরিশতারা পুরো রমযান মাস তার জন্য মাগফিরাতের দোয় করতে থাকে এবং শবে কদরে হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام সেই ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করবেন এবং যে ব্যক্তির সাথে হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام মুসাফাহা করেন তার অন্তর কোমল এবং চোখের পানি অধিক হয়ে যায়।" এক ব্যক্তি আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি কারো এতটুকুও না থাকে, তবে?" ইরশাদ করলেন: "শুধু এক গ্রাস বা এক টুকরো রুটি হলেও।" আরেকজন আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি কারো নিকট তাও না থাকে, তবে?" ইরশাদ করলেন: "এক চুমুক দুধের লাচ্ছি হলেও।" আরেকজন ব্যক্তি আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি তাও না থাকে, তবে?" **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এক চুমুক পানি দিয়ে হলেও ইফতার করিয়ে দাও (তখনও এই সাওয়াব পাবে)।"

ছোটদের উপর স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ওলামাদের সম্মান করার ফযীলত

১৪৭... হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন ছামিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: আমি **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের হক সম্পর্কে জানে না (অর্থাৎ তাদের সম্মান করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

(১). আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস ওবাদা বিন সামিত, হাদীস নং- ২২৮১৯, ৮/৪১২।

www.dawateislami.net

১৪৮... হযরত সায়্যিদুনা সাবাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সাদা চুল সম্পন্ন মুসলমান এবং কোরআনের ধারকগণ (অর্থাৎ আলিম ও হাফিয) যারা কোরআন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না, তা এড়িয়েও চলে না, তাদেরকে সম্মান করা **আল্লাহ তায়ালাকেই** সম্মান করার ন্যায়।"(১)

১৪৯... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করলো, তবে তার পরিবর্তে **আল্লাহ তায়ালা** অন্য কাউকে দিয়ে তার সম্মান করাবেন।"(২)

ওলামাদের জন্য মজলিসে জায়গা করে দেওয়ার ফযীলত

১৫০... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিশকে আলিমের ইলম, বৃদ্ধদের বয়স এবং বাদশাহের পদ মর্যাদার কারণে প্রশস্ত করে দাও।"(৩)

মুসলমান ভাইকে বালিশ উপস্থাপন করার ফযীলত

১৫১... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সেই বালিশটি হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে এগিয়ে দিলেন, তখন তিনি আরয করলেন: "اَللّٰهُ اَكْبَرُ! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্যই ইরশাদ করেছেন।"

---

(১). সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি তানযি'লিন নাস মানাযিলহুম, হাদীস নং- ৪৮৪৩, ৪/৩৪৪।
(২). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মাজা ফি আজলালূল কবীর, হাদীস নং-২০২৯, ৩/৪১১।
(৩). কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সোহবাতি মিন কিসমুল আকওয়াল, বাবুল ঈমান, হাদীস নং- ২৫৪৯৫, ৯/৬৬।

www.dawateislami.net

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: "হে আবু আব্দুল্লাহ! আমাকেও বলুন যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কী ইরশাদ করেছেন?" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বালিশে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বালিশটি আমাকে দিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "কোন মুসলমান যখন তার ভাইয়ের নিকট যায় এবং সে তার সম্মানে নিজের বালিশ তাকে দিয়ে দেয়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"(১)

১৫২... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিনটি বস্তু ফিরিয়ে দেয়া উচিৎ নয়, সুগন্ধি, বালিশ আর দুধ।"(২)

আহার করানোর ফযীলত

১৫৩... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন লোকেরা তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে দৌঁড়ে আসে, আমিও এসেছিলাম যে, **তাঁকে** দেখবো। আমি যখনই **নবী করীম হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চেহারা দেখলাম সাথে সাথেই বুঝে গেলাম যে, এটি কোন মিথ্যুকের চেহারা হতে পারে না। সর্বপ্রথম যে উক্তিটি আমি তাঁর কাছ থেকে শুনলাম তা হলো; "আহার করাও ও সালাম প্রসার করো এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো আর যখন মানুষ ঘুমিয়ে যায় তখন নামায পড়ো, তবে নিরাপত্তার সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(৩)

---

(১). আল মুস্তাদরিক লিল হাকিম, কিতাবু মা'রিফাতিস সাহাবা, হাদীস নং- ৬৬০১, ৪/৭৮৩।
(২). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু মাজা ফি কারাহাতি রদ্দিল তায়্যিব, হাদীস নং- ২৭৯৯, ৪/৩৬২।
(৩). সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি, ৪২তম অধ্যায়, হাদীস নং- ২৪৯৩, ৪/২১৯।

www.dawateislami.net

১৫৪... হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন ছামিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: "উত্তম আমল কোনটি?" **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালার** প্রতি ঈমান আনা। তার সত্যায়ন করা। **আল্লাহ তায়ালার** পথে জিহাদ করা এবং মকবুল হজ্ব।" যখন লোকটি চলে যাচ্ছিলো তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে ডেকে ইরশাদ করলেন: "এর চাইতেও সহজ হলো আহার করানো এবং নম্র ভাষায় কথাবার্তা বলা।"(১)

১৫৫... হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আবাসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: "আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: "ইসলাম কী?" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আহার করানো এবং নম্র ভাষায় কথা বলা।" আমি আরয করলাম: "ঈমান কী?" ইরশাদ করলেন: "ধৈর্য্য ধারণ করা এবং দান-খয়রাত করা।"(২)

১৫৬... হযরত সায়্যিদুনা ছুহাইব বিন সিনান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমি **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই, যে আহার করায়।" (৩)

১৫৭... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মাগফিরাতের কারণ সমূহ হতে একটি কারণ হলো, ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করানো। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

---

(১). মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ঈমান, বাবু আয়্যিল আমালি..., হাদীস নং- ২০১-২০২, ১/২২৪-২২৫।
(২). মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ঈমান, বাবু আয়্যিল আমালি..., হাদীস নং- ২১০, ১/২২৭।
(৩). আল মুসনাদে লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে সুহাইব বিন সিনান, হাদীস নং- ২৩৯৮১, ৯/২৪০।

www.dawateislami.net

اَوْ اِطْعٰمٌ فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَةٍ ﴿۱۴﴾
(পারা ৩০, সূরা বালাদ, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অথবা ক্ষুধার দিনে আহার দেয়া।[১]

১৫৮... হযরত সায়্যিদুনা শুরাইহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মাগফিরাত লাভের কারণ সমূহের মধ্যে আহার করানো এবং সালাম প্রসার করাও রয়েছে।"[২]

১৫৯... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে আহার করালো, এমনকি সে পরিতৃপ্ত হলো এবং পানি পান করালো, এমনকি পরিতৃপ্ত হলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তিকে (যে আহার করিয়েছে তাকে) জাহান্নাম থেকে সাত খন্দক দূরত্বে রাখবেন। প্রতি দু'টি খন্দকের মাঝখানে ১০০ বৎসরের দূরত্ব।"[৩]

১৬০... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার দস্তরখানা বিছানো থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"[৪]

১৬১... হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা**র সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঐ খাবার, যে খাবার আহারকারীর সংখ্যা বেশি হয়।"[৫]

---

(১). মুস্তাদরিক লিল হাকিম, কিতাবুত তাফসির, হাদীস নং- ৩৯৯, ৩/৩৭২।
(২). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৪৬৯, ২২/১৮০।
(৩). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিয যাকাত, হাদীস নং- ৩৩৬৮, ৩/২১৭।
(৪). আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৪৭২৯, ৩/৩২৪।
(৫). আল মুসনাদ লি ইবনে আবী ইয়ালাল মাওসুলী, মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হাদীস নং- ২০৪১, ২/২৮৮।

www.dawateislami.net

১৬২... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ঘরে মেহমান রয়েছে, সেই ঘরের দিকে কোহানে (উটের কুঁজে) ছুরি চলার চাইতেও দ্রুত গতিতে কল্যাণ পৌঁছে যায়।"(১)

১৬৩... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে এবং তাকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করায়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"(২)

১৬৪... হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে আহার করায়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আপন আরশের ছায়ায় জায়গা দান করবেন।"(৩)

১৬৫... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** ক্ষুধার্ত কলিজা ঠান্ডাকারীকে (অর্থাৎ তাকে খাবার খাওয়ায় এমন ব্যক্তিকে) ভালবাসেন।"(৪)

১৬৬... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে কোন মিষ্টি বস্তু খাওয়ালো, তবে **আল্লাহর তায়ালা** তার হাশরের দিনের কষ্টসমূহ দূর করে দিবেন।"(৫)

---

(১). সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমা, বাবুয যিয়াফত, হাদীস নং- ৩৩৫৬, ৪/৫১।
(২). আল মুসনাদ লি আবী ইয়ালাল মাওসুলী, মুসনাদে আনাস বিন মালেক, হাদীস নং- ৩৪০৭, ৩/২১৪।
(৩). তামহীদুল ফরশ ফিল খিসাল মাওজিবাতিল লি যিল্লিল আরশ লিস সুয়ূতী, ৮ পৃষ্ঠা।
(৪). আল কিনী ওয়াল আসমাউ লিদুল আবী, বাবু মান কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া, হাদীস নং- ২০৮১, ৩/১১৮৮।
(৫). আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, বাবু মীম, হাদীস নং- ৬০৫০, ২/২৮১।

www.dawateislami.net

১৬৭... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জান্নাতে বালাখানা বিদ্যমান, যার ভেতরের দৃশ্য বাহির থেকে এবং বাইরের দৃশ্য ভিতর থেকে দেখা যায়।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এগুলো কাদের জন্য?" ইরশাদ করেন: "সেগুলো তার জন্য, যে ভাল কথা বলে। আহার করায় এবং রাতে যখন লোকেরা ঘুমে থাকে, তখন সে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কিয়াম করে (অর্থাৎ নামায পড়ে)।"(১)

১৬৮... হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো: "হজ্বের (অনুরূপ) কোন নেকী রয়েছে?" তখন **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আহার করানো এবং নম্র ভাষায় কথা বলা।"(২)

১৬৯... হযরত সায়্যিদুনা বুদাইল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় আমার নিকট **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আপন ভাইকে এক লোকমা আহার করানো, দশ দিরহাম সদকা করার চাইতেও অধিক পছন্দনীয় এবং দশ দিরহাম সদকা করা আমার নিকট গোলাম আযাদ করার চেয়েও অধিক প্রিয়।"(৩)

১৭০... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: "হে আদম সন্তান! আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখন তুমি আমাকে দেখতে আসোনি কেন?" সে আরয

---

(১). আল মুস্তাদরিক লিল হাকীম, কিতাবু সালাতিল তাতুও, বাবু সালাতিল হাজাতি, হাদীস নং- ১২৪০, ১/৬৩১।
(২). আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুল হজ্ব, হাদীস নং- ১০৩৯, ৫/৪৩০।
(৩). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি আকরামুয যাইফ, হাদীস নং- ৯৬২৭, ৭/১০০।

www.dawateislami.net

করবে” “হে আমার **প্রতিপালক**! আমি তোমাকে দেখতে যাই কী করে? তুমি তো **রাব্বুল আলামীন** (সমস্ত জাহানের প্রতিপালক!)।” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: “তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাটি অসুস্থ ছিলো? তবুও তুমি তাকে দেখতে যাওনি, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তবে তুমি অবশ্যই আমাকে তার পাশে পেতে।” অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: “হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে আহার দাওনি কেন?” সে আরয করবে: “হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমি তোমাকে কীভাবে আহার করাতে পারি? তুমি তো সমস্ত জগতের প্রতিপালনকারী!” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: “আমার অমুক বান্দা কি তোমার কাছে আহার চাইনি? কিন্তু তুমি তাকে আহার করাওনি, তুমি কি জানতে না যে, তাকে যদি তুমি আহার করিয়ে দিতে, তবে তার প্রতিদান তুমি আমার কাছ থেকে পেতে।”

অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: “হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাওনি কেন?” সে আরয করবে: “হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমি কীভাবে তোমাকে পানি পান করাতে পারি? তুমি তো সমস্ত জগতের প্রতিপালক?” **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: “আমার অমুক বান্দা কি তোমার কাপছে পানি চায়নি? অথচ তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তবে অবশ্যই এর প্রতিদান তুমি আমার কাছে পেতে।”[১]

১৭১... আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীয়ুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: “আমার কাছে আমার বন্ধুদের এক সা’ পরিমাণ আহার করাতে একত্র করা, আমি বাজারে গিয়ে একটি বাঁদী কিনে আযাদ করে দেয়া থেকে বেশি পছন্দনীয়।”[২]

---

(১). সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদব, হাদীস নং- ২৫৬৯, ১৩৮৯ পৃষ্ঠা।
(২). কানযুল উম্মাল, কিতাবুল যিয়াফাতি মান কাসমুল আফআল, হাদীস নং- ২৫৯৬৭, ৫/১১৮।

www.dawateislami.net

১৭২... হযরত সায়্যিদুনা আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সহধর্মিনি তাঁর কাছে বার্ত পাঠালেন যে, "আমি আপনার জন্য সুস্বাদু খাবার ও সুগন্ধি প্রস্তুত করেছি। আপনি আপনার সমগোত্রীয় লোকজন নিয়ে আমার কাছে তাশরীফ নিয়ে আসুন।" হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মসজিদে গেলেন এবং সেখানে যেসব মিসকিন আর ভিক্ষুক ছিলো, তাদেরকে সাথে নিয়ে তাশরীফ নিলেন। প্রতিবেশী মহিলারাও তাঁর সহধর্মিনির নিকট আসলো এবং বললো: "**আল্লাহ**র শপথ, তোমাদের ঘরে তো মিসকিনরা জমা হয়ে গেছে।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর সহধর্মিনির নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বললেন: "আমি তোমাকে আমার সেই অধিকারের শপথ দিচ্ছি, যা তোমার প্রতি আমার রয়েছে, "তুমি খাবার আর সুগন্ধি কিছুই বাঁচিয়ে রাখবে না।" অতএব তিনি তা-ই করলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রথমে মিসকিনদের আহার করালেন, অতঃপর তাদের কাপড় পরিধান করালেন এবং সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন।

১৭৩... হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল বিন আবু খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বাহনে আরোহী অবস্থায় কিছু মিসকিনদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা উচ্ছিষ্ট কিছু টুকরো আহার করছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাদের সালাম করলেন। মিসকিনরা তাঁকে তাদের সাথে খাওয়ার জন্য আহ্বান করলো। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিচের আয়াতে মোবারক তিলাওয়াত করলেন:

لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ

(পারা ২০, সূরা কিসাস, আয়াত ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যারা দুনিয়ায় অহংকার এবং ফাসাদ চায় না।

www.dawateislami.net

অতঃপর বাহন থেকে নেমে আসলেন এবং তাদের সাথে আহার করলেন। এরপর বললেন: "আমি তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করলাম। এবার তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করো।" অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাদেরকে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং আহার করালেন ও কাপড় আর দিরহাম দান করলেন।"(১)

১৭৪... হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন দীনার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, "হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর দস্তরখানা খুবই প্রশস্ত এবং কথাবার্তা অত্যন্ত ভাল ছিল।"

১৭৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর করশী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হাজ্বীদের জন্য অনেক বড় একটি মিসরির টুকরো বানানো হলো, যা লোকেরা চতুষ্পদ প্রাণীর উপরও উঠাতে পারতো না। অতঃপর তা একটি ছকড়া গাড়ি (ছয়টি ঘোড়া দ্বারা টানা গাড়ি) দিয়ে টেনে খলিফা আব্দুল মালিকের নিকট আনা হলো। তিনি বাইরে আসলেন এবং এর আয়তন দেখে এর অবস্থা অনুমান করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, এটি কী করা যায়? কিছুক্ষণ ভেবে নিজের গোলামকে ডাকলেন এবং বললেন: "এটি সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট নিয়ে যাও।" তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খলিফার কাছেই অবস্থান করছিলেন। যখন মিসরির এত বড় টুকরোটি তাঁর নিকট আনা হলো, তখন তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন এবং লোকজন তা দেখার জন্য জমা হয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জিজ্ঞাসা করলেন: "এটি কী?" আরয করা হলো: "এটি একটি মিসরির টুকরো, যা খলিফা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বাইরে এসে এমন একটি জিনিস দেখলেন যার মত কোন জিনিস মানুষ পূর্বে দেখেনি, কিছুক্ষণ ভেবে তিনি গোলামকে বললেন: "চামড়ার বিছানা আর কুঠার নিয়ে আসো।" অতএব তা কাটার জন্য কুঠার নিয়ে আসা হলো এবং একই সাথে চামড়ার বিছানাও

(১). তাফসীরে কুরতুবী, সূরা কিসাস, ৮৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৪০।

www.dawateislami.net

উপস্থাপন করা হলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: "যার হাতে যা আসবে সেটি তার।" অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সেই টুকরোটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা হলো। যখন খলিফা আব্দুল মালিক এই সংবাদ জানতে পারলেন তখন খুবই বিস্মিত হলেন এবং বললেন: "তিনি এই বিষয়ে আমাদের সবার চেয়ে বেশি জানেন।"

১৭৬... হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন ওবাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন একজন ঘোষক মানুষের মাঝে ঘোষণা করছিলো যে, "কেউ যদি মাংস ও চর্বি খেতে চায় তবে তারা সা'দ বিন ওবাদার ঘরে চলে আসুন।" তিনি বলেন: অতঃপর আমার সাক্ষাত হয় তাঁর পুত্র কায়সের সাথে, তখন তিনিও একই ঘোষণা করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন ওবাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে পরিপূর্ণ প্রশংসা করার তৌফিক দান করো। আমাকে মর্যাদা দান করো আর মর্যাদা তো নেক আমলের মধ্যেই নিহিত, নেক আমল করা তো সম্পদ দ্বারা সম্ভব। হে **আল্লাহ তায়ালা**! কম সম্পদ আমার জন্য যথেষ্ট নয় এবং আমিও এতে ভরসা করতে পারি না।"[১]

১৭৭... হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا রোযা রাখতেন আর হযরত সায়্যিদাতুনা ছফিয়া বিনতে ওবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাঁর ইফতারের জন্য কিছু তৈরি করে দিতেন। একদিন তাঁর নিকট উন্নত মানের আনার নিয়ে আসা হলো, তখন দরজায় একটি ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: "এটি তাকে দিয়ে দাও।" কিন্তু হযরত সায়্যিদাতুনা ছফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আরয করলেন: "তার জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু আছে।"

(১). মুসান্নিফ লি ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ১৩-১৪, ৬/২৫৪।

www.dawateislami.net

অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা ছফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আমাকে বললেন: "তাকে অমুক জিনিসটি দিয়ে দাও।" এরপর যখন সেই আনারটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর সামনে উপস্থাপন করা হলো, তখন তিনি বললেন: "এটি নিয়ে যাও এবং অন্য কোন ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। কেননা, আমি এটি সদকা করার নিয়্যত করেছি।"

১৭৮... হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন আমি তাঁর জন্য এক দিরহামের আঙ্গুর কিনলাম। যখন সেই আঙ্গুর তাঁর সামনে উপস্থাপন করলাম, তখন একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: "এগুলো তাকে দিয়ে দাও।" (আমি দিয়ে দিলাম) অতঃপর আমি সেই ভিক্ষুকটির পেছনে পেছনে একজন লোক পাঠালাম, যেনো সে ভিক্ষুক থেকে সেই আঙ্গুলগুলো কিনে নেয়, যাতে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا জানতে না পারে। যখন আঙ্গুরগুলো দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট উপস্থাপন করা হলো, তখন ভিক্ষুকটি আবারও চলে এলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবারও বললেন: "এগুলো তাকে দিয়ে দাও।" এভাবে তিন বার হলো এবং প্রতিবারেই ভিক্ষুক থেকে আঙ্গুরগুলো কিনে নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থাপন করা হয় আর প্রতিবারেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আঙ্গুরগুলো আগত ভিক্ষুককে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে লোকেরা ভিক্ষুকটিকে এমনভাবে বারণ করলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا তা জানতেও পারলেন না।"[১]

১৭৯... হযরত সায়্যিদুনা খাইছামা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা ইবনে মরিয়ম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নিজের হাওয়ারীদের (অনুসারীদের)

(১). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিয যাকাত, হাদীস নং- ৩৪৮১, ৩/২৫৯।

www.dawateislami.net

মধ্য থেকে কিছু লোককে ডাকলেন, তাদের আহার করালেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে বললেন: "ইবাদতগুজার বান্দাদের সাথে এরূপ আচরণ করো।"(১)

১৮০... হযরত সায়্যিদুনা আবু কাবীছা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: হযরত খাইছামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সর্বদা খেজুরের হালুয়ার একটি টুকরি তাঁর আসনের নিচে রাখতেন। যখন তাঁর নিকট কোরআন তিলাওয়াতকারী আসতেন, তখন এই হালুয়াগুলো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাদের খাওয়াতেন।(২)

১৮১... হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আওন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন: "আমরা যখনই হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নিকট গমন করতাম, তখনই তিনি আমাদেরকে খেজুরের হালুয়া আর ফালুদা খাওয়াতেন।"(৩)

১৮২... হযরত সায়্যিদুনা আবু খুলদা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমরা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নিকট গেলাম, তখন তিনি বললেন: "আমি বুঝতে পারছি না যে, আপনাদেরকে কী উপস্থাপন করবো? মাংস ও রুটি তো আপনাদের সকলের ঘরেই আছে।" অতঃপর তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বাঁদীকে ডাক দিলেন এবং মধু নিয়ে আসতে বললেন, অতঃপর তিনি নিজ হাতেই আমাদেরকে খাওয়ার জন্য মধু ঢেলে দিতেন।(৪)

১৮৩... হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আবি উবলা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের "বাবুল আসবাতে" হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দরদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট উপস্থিত হতাম, তখন তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করতেন। যখন আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসতে চাইতাম, তখন তিনি আমার জন্য হালুয়া এবং অন্যান্য খাবার জিনিস নিয়ে আসতে বলতেন।"

---

(১). শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিল ইকরামুয যইফ, হাদীস নং- ৯৬৩৮, ৭/১০২।
(২). হিলইয়াতুল আউলিয়া, নম্বর- ২৫৪, হায়ছামা বিন আব্দুর রহমান, হাদীস নং- ৪৯৭৪, ৪/১২১।
(৩). হিলইয়াতুল আউলিয়া, নম্বর- ১৯৩, ইবনে সীরিন, হাদীস নং- ২৩২১, ২/৩০৫।
(৪). হিলইয়াতুল আউলিয়া, নম্বর- ১৯৩, ইবনে সীরিন, হাদীস নং- ২৩২৩, ২/৩০৫।

www.dawateislami.net

১৮৪... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের সামনে মিষ্টি দ্রব্য উপস্থাপন করা হলে, তবে তা থেকে অবশ্যই কিছু নাও আর যখন তোমাদের সামনে সুগন্ধি উপস্থাপন করা হয়, তবে তা থেকেও অবশ্যই কিছু লাগিয়ে নাও।"(১)

১৮৫... হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম জামহী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: এক গ্রাম্য লোক হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর ঘরের এক দিকে বসে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ফতোয়া দেওয়ার কাজ করতেন, তাঁকে যে প্রশ্ন করা হতো তার উত্তর দিতেন আর ঘরের অপর দিকে হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا প্রত্যেক আগত ব্যক্তিকে আহার করাতেন। তা দেখে সেই গ্রাম্য লোকটি বললো: "যেই ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনা করে সে যেনো হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে অবশ্যই আসে, কেননা তিনি ফতোয়া দেন, লোকজনকে ফিকাহ শিখান এবং আহারও করান।"(২)

১৮৬... হযরত সায়্যিদুনা জুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কুরবানী করার স্থানে পশু জবাই করিয়ে সেখানেই মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। সেই কারণে মক্কা মুকাররামার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا বাজারে সেই স্থানটি ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর কুরবানী করার স্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।(৩)

১৮৭... হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন মুহাম্মদ মাদায়েনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর জন্য প্রতিদিন

---

(১). মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আতইম্মা, বাবু ফিল হালূয়া, হাদীস নং- ৭৯৯১, ৫/৪৬।
(২). তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, নম্বর - ৪৪৫৬, ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩৭/৪৮০।
(৩). তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, নম্বর - ৪৪৫৬, ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩৭/৪৭২।

www.dawateislami.net

একটি উট কিংবা উটের মাংসের সমপরিমাণ ছাগল জবাই করা হতো।"(১)

১৮৮... হযরত সায়্যিদুনা আব্বান বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে অপমান করার ফন্দি করলো এবং মানুষের সামনে গিয়ে সে বলতে লাগলো: "ওবাইদুল্লাহ্ বিন আব্বাস তোমাদেরকে ডেকেছে যে, আজ দুপুরের খাবার তার সাথে খাবে।" এই কথা শুনে লোকেরা দলে দলে আসতে লাগলো এমনকি তাঁর ঘর লোকে ভরে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا জিজ্ঞাসা করলেন: "মানুষের কি হয়ে গেলো?" আরয করা হলো: "হুযুর! আপনার পাঠানো লোকটি আমাদের নিকট এসেছিলো (সে আমাদেরকে এভাবে বলেছে)।" তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঘটনা বুঝে গেলেন এবং বললেন: "দরজা বন্ধ করে দাও।" অতঃপর খাদেমকে বললেন: "বাজারে গিয়ে যথেষ্ট ফল নিয়ে এসো।" (ফল যখন নিয়ে আসা হলো, তখন) লোকেরা ফলসমূহ মধুর সাথে মিশিয়ে খেলো। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ পুনরায় তাঁর কয়েকজন খাদিমকে বললেন: "ভুনা মাংস ও রুটি নিয়ে এসো।" খাদিমরা রুটি নিয়ে এলে তাও লোকদেরকে উপস্থাপন করে দেয়া হলো। যখন সবাই আহার শেষ করলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: "আমি কি যা ইচ্ছা (অর্থাৎ ঘোষনা) করেছিলাম তা কি পূর্ণ করতে পেরেছি?" তখন সবাই আরয করলো: "জি, হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: "যদি আরো লোক আসে তাতেও আমি কোন তোয়াক্কা করিনা।"(২)

১৮৯... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাআবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আশআছ বিন কায়েস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এক ব্যক্তিকে হযরত সায়্যিদুনা

(১). তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, নম্বর - ৪৪৫৬, ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩৭/৪৭১।
(২). তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, নম্বর - ৪৪৫৬, ওবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, ৩৭/৪৭২।

www.dawateislami.net

আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট পাতিল ধার নেওয়ার জন্য পাঠালেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: "পাতিল পূর্ণ করে দাও।" অতঃপর তা হযরত সায়্যিদুনা আশআছ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট পাঠানো হলো। হযরত সায়্যিদুনা আশআছ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তা পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন: "আমি তো খালি পাতিল চেয়েছিলাম।" হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই বলে পাতিলটি পুনরায় পাঠিয়ে দিলেন যে, "আমি খালি পাত্র দিই না।"(১)

১৯০... হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: তিনজন ব্যক্তি এমন, যাদের সমতা রাখার যোগ্যতা আমার নাই এবং চতুর্থ ব্যক্তি হলো সেই, যার সাহায্য আমাকে দিয়ে একমাত্র **আল্লাহ তায়ালাই** করাতে পারেন। সেই তিনজন ব্যক্তি যাদের সমতা রাখার যোগ্যতা আমার নাই তারা হলো: এক. সেই ব্যক্তি যে নিজের মজলিসে আমার জন্য জায়গা করে দেয়। দুই. সেই ব্যক্তি যে প্রচন্ড পিপাসায় আমাকে পানি পান করায়। তিন. সেই ব্যক্তি যার পা আমার ঘরে আসা যাওয়ার কারণে ধুলিময় হয়ে যায় এবং চতুর্থ সেই ব্যক্তি যার সাহায্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমাকে দিয়ে করাতে পারেন, যার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সে সারা রাত এই চিন্তায় জেগে কাটিয়ে দেয় যে, আমার চাহিদা কে পূরণ করবে? যখন ভোর হয় তখন আমাকে তার চাহিদা পূরণকারী রূপে পায়, তিনিই সেই ব্যক্তি যার সাহায্য আমাকে দিয়ে কেবল **আল্লাহ তায়ালাই** করাতে পারেন এবং আমার এই বিষয়ে লজ্জা হয় যে কেউ (চাহিদা পূরণের জন্য) তিনবার আমার ঘরে আসলো অথচ আমি তার চাহিদা পূরণ করব না।"

(১). আসাদুল গা'বাতি ফি মা'রিফাতিস সাহাবা লিইবনে আসির, নম্বর- ৩৬০৪, আদী বিন হাতিম, ৪/১২।

www.dawateislami.net

মুসলমান ভাইকে পোশাক পরিধান করানোর ফযীলত

১৯১... হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একদা সাহাবায়ে কিরামের رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن উপস্থিতিতে নিজের নতুন জামাটি আনিয়ে তা পরিধান করলেন। আমার ধারণা, তিনি জামাটি পরার পূর্বে এই দোয়াটি পাঠ করেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا اُوَارِیْ بِہٖ عَوْرَتِیْ وَاَتَجَمَّلُ بِہٖ فِیْ حَیَاتِیْ "অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই **আল্লাহ**র জন্য, যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন এবং আমার সতর ঢাকিয়েছেন আর তা দিয়ে আমি আমার জীবনে সৌন্দর্য অর্জন করি।" অতঃপর বললেন: আমি **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছি **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নতুন পোশাক পরিধান করেন এবং এই দোয়া পাঠ করেন, যা আমি এখন পাঠ করেছি। অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই সত্তার শপথ, **যাঁর** কুদরতের হাতে আমার জীবন! যেই মুসলমান নতুন পোশাক পরিধান করবে আর এই দোয়াটি পাঠ করবে এবং তার পুরাতন পোশাকটি কোন মুসলমান অভাবীকে দান করে দিবে, তবে যতদিন পর্যন্ত তার নিকট সেই কাপড়ের একটি সূতাও অবশিষ্ট থাকবে, সেই বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে এবং নৈকট্যে থাকবে, চাই সে (দাতা) জীবিত থাকুক বা মারা যাক।"(১)

১৯২... হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মিসকিনকে আহার করায়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতী আহার করাবেন। যেই ব্যক্তি পিপাসার্তকে পানি পান করায়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কিয়ামতের দিন মোহার লাগানো খাঁটি পবিত্র শরাব দ্বারা পরিতৃপ্ত করবেন আর যেই ব্যক্তি কোন নগ্ন ব্যক্তিকে কাপড় পরিধান করায়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সবুজ জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন।"(২)

---

(১). কিতাবুদ দোয়া লি তাবারানী, বাবু কওলু এন্দা লিবাসুস সিয়াব, হাদীস নং-৩৯৩, ১৪২ পৃষ্ঠা।
(২). সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সিফতুল কিয়ামাতি, হাদীস নং- ২৪৫৭, ২০৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

প্রতিবেশীর হকের বর্ণনা

১৯৩... বর্ণিত রয়েছে, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে প্রতিবেশীদের হক সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ পৌঁছাতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে।"(১)

১৯৪... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একটি ছাগল জবাই করার নির্দেশ দিলেন তখন তা জবাই করা হলো। অতঃপর তিনি তাঁর খাদিমকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তা থেকে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীর নিকট কিছু পাঠিয়েছো?(২) কেননা আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ পৌঁছাতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে।"(৩)

---

(১). সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবুল ওয়াসাতি বিল জার, হাদীস নং- ৬১০৫, ৪/১০৪।

(২). যিম্মী কাফিরকে যাকাত ইত্যাদি ওয়াজিব সদকা ব্যতীত নফল সদকা দেওয়া যাবে। অবশ্য হারবী কাফিরকে নফল সদকাও দেওয়া যাবে না আর বর্তমানে দুনিয়ার সকল কাফিরই হারবী। অতএব তাদেরকে কোন ধরনের সদকাই দেওয়া যাবে না। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ প্রকাশ মোল্লা জীবন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'তাফসীরাতে আহমদিয়া'য় লিখেন: "বর্তমান সময়ে সকল কাফিরই হারবী, যা আলিমরাই জানেন।" (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ১০ম পারা, সূরা তাওবা, ২৯নং আয়াতে পাদটিকা, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

তাছাড়া কাফির হারবী হোক কিংবা যিম্মী হোক তাদেরকে কুরবানীর মাংসও দেওয়া যাবে না। যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীদের হক বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "কাফির প্রতিবেশীর হক কেবল একটি আর তা হল প্রতিবেশিত্ব।" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "আমরা কি তাদেরকে আমাদের কুরবানীর মাংস দিবো?" তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুশরিকদেরকে তোমাদের কুরবানী থেকে কিছুই দিও না।"

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি আকরামুল জার, হাদীস নং- ৯৫৬০, ৭/৮৩)

(৩). আল মুসনাদ লিল হামিদী, আহাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বিন আস, হাদীস নং- ৫৯৩, ২/২৭০।

www.dawateislami.net

১৯৫... হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা বাহলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** উষ্ট্রী 'জাদআ'র উপর আরোহী ছিলেন, আমি **তাঁকে** ইরশাদ করতে শুনলাম যে, "আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ওসীয়ত করছি।" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই উক্তিটি বার বার ইরশাদ করেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমি (মনে মনে) ভাবলাম যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।"(১)

১৯৬... হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সমস্ত সৃষ্টিকুল **আল্লাহ তায়ালা**রই লালিত পালিত এবং **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তার লালিত পালিতদের (সৃষ্টিকূলের) সাথে সদ্ব্যবহার করে।"(২)

১৯৭... হযরত সায়্যিদুনা আবু শুরাইহ্ কা'বী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, আমি **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যেই ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিৎ যে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা।"(৩)

১৯৮... হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"(৪)

১৯৯... হযরত সায়্যিদুনা আবু জুহাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

---

(১). আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৭৫২৩, ৮/১১১।
(২). আল মুসনাদ লি ইবনে আবী ইয়ালাল মাওসুলী, হাদীস নং- ৩৪৬৫, ৩/২৩২।
(৩). সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৬০১৯, ৪/১০৫।
(৪). সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ৬০১৮, ৪/১০৫।

www.dawateislami.net

অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার মালামাল রাস্তায় ফেলে দাও।" সে তার মালামাল রাস্তায় ফেলে দিলো। লোকজন যখন সেখান দিয়ে যাতায়াত করতো, তখন তার প্রতিবেশীর উপর অভিশাপ দিতো। সে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে আরয করলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** লোকেরা আমার সাথে এ কেমন ব্যবহার করছে?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "লোকেরা তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করছে?" সে বললো: "আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।" **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "লোকদের পূর্বে **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।" সে আরয করলো: "আজকের পর আমি আর কখনো এরূপ করবো না।" অতএব সেই ব্যক্তি যে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অভিযোগ এনেছিলো সে উপস্থিত হলো। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার মালামাল গুলো উঠিয়ে নাও, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।"(১)

২০০... উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বর্ণনা করেন, একদিন আমি এবং **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই কম্বলে ছিলাম। এমন সময় প্রতিবেশীর একটি ছাগল ঘরে ঢুকলো। যখন ছাগলটি রুটি মুখে নিলো, তখন আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তার মুখ থেকে রুটিটি কেড়ে নিলাম। তা দেখে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার তাকে কষ্ট দেয়া নিরাপত্তা দিবে না, কেননা এটাও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"(২)

تمت بالخير والحمد لله ربّ العلمين

(১). আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ৩৯১১, ৩/২৮৭।
(২). জামেয়েল উলুম ওয়াল হিকম, হাদীস নং- ৫৫, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	রচয়িতা / প্রণেতা	প্রকাশনা
কোরআন মজীদ	**আল্লাহ তায়ালার** কালাম	মাকতাবাতুল মদীনা, ১৪৩০ হিঃ
কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, ১৪৩০ হিঃ
তাফসীরে রুহুল বয়ান	আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বরোসী, ওফাত ১১৩৭ হিঃ	কোয়েটা, পাকিস্তান
তাফসীরে কুরতুবী	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী, ওফাত ৬৭১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
তাফসীরে দূররে মানসূর	ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ূতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪০৩ হিঃ
সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী, ওফাত ২৬১ হিঃ	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিঃ
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আস আশ সাজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিঃ	দারে ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
আয যুহুদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিঃ	দারুল গাদুল জদীদ, ১৪২৬ হিঃ
আল মুসান্নিফ	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাযযাক ইবনে হুম্মাম, ওফাত ২১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
আল মুসান্নিফ	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি সায়বা, ওফাত ২৩৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
মুসনাদে আবী দাউদ তিয়ালসী	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজসাতানি, ওফাত ২৭৫ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
মুসনাদে আবী ইয়ালা	শায়খুল ইসলাম আবু ইয়ালা আহমদ মাওসালী, ওফাত ৩০৭ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
আল মু'জামু কবীর	হাফেয সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
মু'জামু আওসাত	হাফেয সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
কিতাবুদ দোয়া	হাফেয সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
আল মুওসুআত	আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবী দীনার, ওফাত ৪৮১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৩ হিঃ
হিলয়াতুল আউলিয়া	ইমাম হাফেয আবু নাঈম ইস্পাহানী, ওফাত ৪৩০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ

www.dawateislami.net

শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
আস সুনানিল কুবরা	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
আল মুস্তাদরাক	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম, ওফাত ৪০৫ হিঃ	দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
মিশকাতুল মাসাবিহ	আল্লামা ওলী উদ্দীন তাবরীজী, ওফাত ৭৪২ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন মনযুরী, ওফাত ৬৫৬ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
আল আদাবুল মুফরাদ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	মুলতান, পাকিস্তান
সরহুস সুন্নাহ	ইমাম আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ বাগভী, ওফাত ৫১৬ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৪ হিঃ
তারিখ দামেশক	ইমাম ইবনে আসাকির, ওফাত ৬৭১ হিঃ	দারুল ফিকির, ১৪১৫ হিঃ
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুত্তাকী ইবনে হিসামুদ্দীন হিন্দী, ওফাত ৯৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
জামেউল উলুম ওয়াল হিকম	আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন, ওফাত ৫৯০ হিঃ	মাকতাবায়ে ফযীলাতি, মক্কা মুকাররমা
আল আস্তাযকার	আবু ওমর ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল বর কুরতুবি, ওফাত ৪৬৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০০ সাল
জামেউল আহাদিস	ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিঃ
আল কামিলু ফি যা'ফায়ির রিজাল	ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আতী জুরজানী, ওফাত ৩৬৫ হিঃ	দারুল কিুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ
ফয়যুল কদীর	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী, ওফাত ১০৩১ হিঃ	দারুল কিুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হিঃ
মাজমাউয যাওয়ায়িদ	হাফিয নুরউদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর হায়তামী, ওফাত ৮০৭ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪২০ হিঃ
মারেফাতুস সাহাবার	ইমাম হাফেয আবু নাঈম আসফাহানী, ওফাত ৪৩০ হিঃ	দারুল কিুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হিঃ
শরহে সহীহ বুখারী	আবুল হাসান আলী ইবনে খলফ বিন আব্দুল্লাহ, ওফাত ৪৪৯ হিঃ	মাকতাবাতুর রশিদ রিয়ায, ১৪২০ হিঃ
আল কিনী ওয়াল আসমা	আবু বশর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন হাম্মাদ দুলাবী, ওফাত ৩১০ হিঃ	দারু ইবনে হাযম, ১৪২১ হিঃ
আল মুসনাদ	আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন যাবির হামদানী, ওফাত ২১৯ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল হাসসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান	আল্লামা আলাউদ্দীন আলী বিন বুলবান ফারেসী, ওফাত ৭৩৯ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৭ হিঃ
ফেরদৌসুল আখবার বিমাসুরিল খাত্তাব	আবু সুজা শের ওইয়া সাহরদার দেলমী, ওফাত ৫০৯ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ

www.dawateislami.net

বাহরুয যাখার আল মারুফ বিমুসনাদে বাযযার	ইমাম আবু বকর আহমদ ওমর ইবনে আব্দুল খালেক বাযার, ওফাত ২৯২ হিঃ	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকম, মদীনা, ১৪২৪ হিঃ
আসাদুল গাব্বাহ ফি মারুফিস সাহাবা	আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ জাযরী, ওফাত ৬৩০ হিঃ	দারু ইহইয়াউত তুরাস, ১৪১৭ হিঃ
উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আইনি, ওফাত ৮৫৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
আমহিদুল ফরশ ফিল খেসাল মওজাবাতু নযলিল আরশ	ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	মাকতাবায়ে মিশকাতুল ইসলামীয়া

প্রশংসা ও সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর বায়াজাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত ৬৮৫ হিজরি) বলেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে দুনিয়াতে তার প্রশংসা হয় এবং আখিরাতে সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হয়।

(তাফসীরে বায়াজাবী, ২২ পারা, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

ISBN 978-969-579-903-1
0101103

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net